সলাতে মুস্তফা বা সহীহ নামাজ শিক্ষা

pdf By Syed Mostafa Sakib

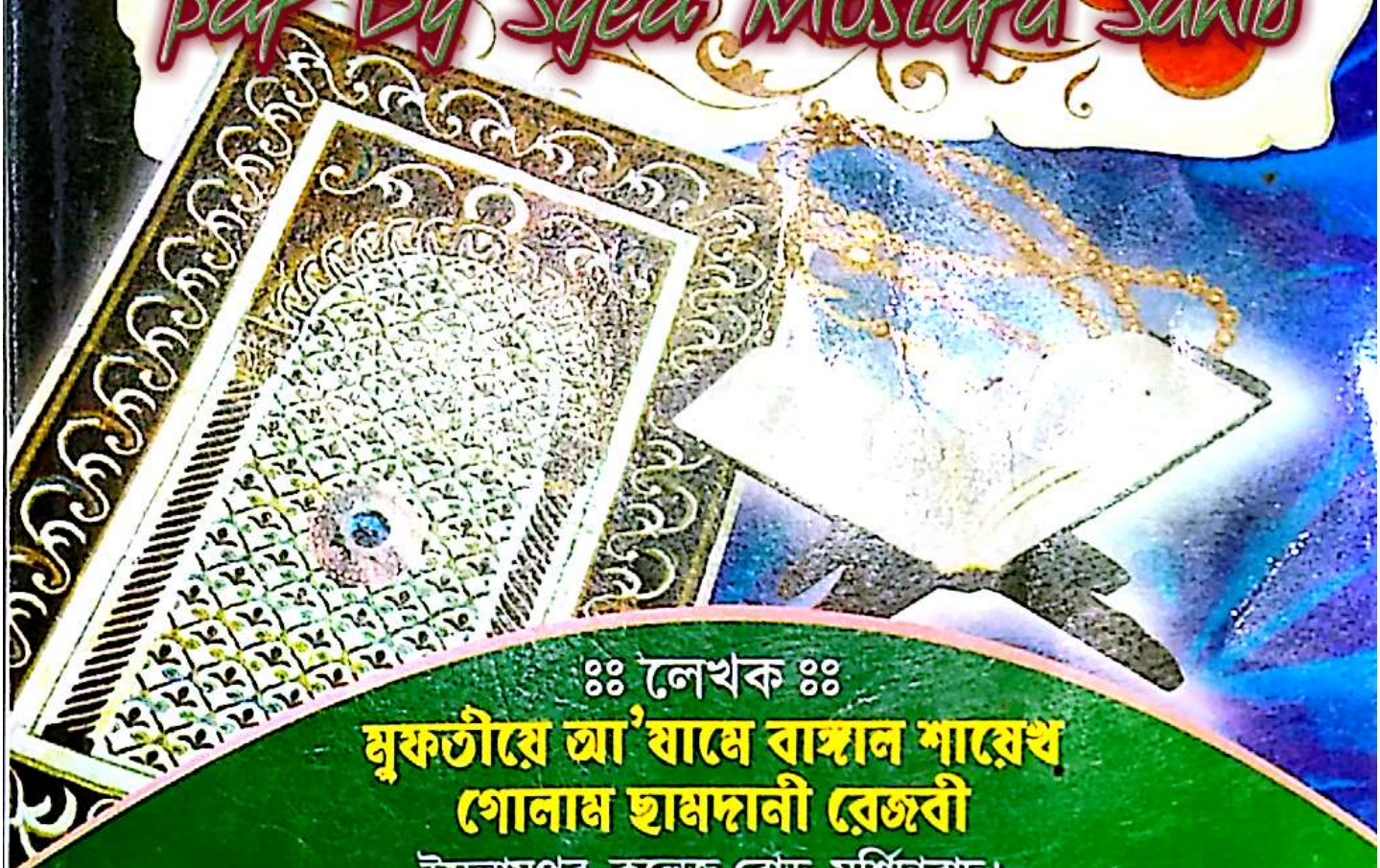

ঃঃ লেখক ঃঃ

মুফতীয়ে আ'যামে বাঙ্গাল শায়েখ

গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর, কলেজ রোড, মর্শিদাবাদ।

প্রাকাশক

নিউ কালিমীয়া বুক ডিপো

পাঁচতলা মসজিদ রোড, (সোনালী মার্কেট)

কালিয়াচক, মালদহ।

Mobile : 9733417841

Email - kalimiabookdepot@gmail.com

786
92

সলাতে মুস্তফা
বা
সহীহ নামাজ শিক্ষা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃঃ লেখক ঃঃ

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ
গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ।
মোবাইল - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮
E-mail rezadarulifta92@gmail.com

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ
নিউ
কালিমীয়া বুক ডিপো
পোঃ- খালিদ তানওইর
পাঁচতলা মসজিদ রোড, (সোনালী মার্কেট)
কালিয়াচক, মালদহ।
Mobile : 9733417841
E-mail kalimiabookdepot@gmail.com

চতুর্থ সংস্করণ ১লা রামজান ১৪৩৪ হিজরী

মূল্য ঃ- ৫০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

আল্হামদু লিল্লাহ, আমার লিখিত 'সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা' প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ করিয়াছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা মোমতাজুদ্দীন সাহেব কিবলা। আহলে সুন্নাতের উলামায় কিরামগন যেমন আমাকে লিখিতে প্রেরণা দিয়াছিলেন, তেমই সবাই পছন্দও করিয়াছেন কিতাবটি। কিতাবটিতে সম্পূর্ণ আহলে সুন্নাতের মসলা প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ মসলার স্বপক্ষে হাদীসও দেখান হইয়াছে। এক কথায়, বাংলা ভাষায় আহলে সুন্নাতের নামাজ শিক্ষা ছিল না। 'সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা' শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াছে। পুনরায় 'সলাতে মুস্তফা বা সহীহ্ নামাজ শিক্ষা' লিখিবার প্রেরণা এই ভাবে জন্মাইয়াছে যে, 'সলাতে মুস্তফা' লিখিয়া নামকরণ সম্পর্কে উত্তর বঙ্গের উলামাদের সহিত যোগাযোগ করিলে অনেকেই আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করতঃ 'সুন্নী নামাজ শিক্ষা' নাম দিতে জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মালদার দরিয়াপুর দাওরায় হাদীসের মুদার্রিস মুফতী শাজাহান রেজবী ভাগলপুরী সাহেব কিবলার পরামর্শ অনুযায়ী 'সহীহ্ নামাজ শিক্ষা' নাম দিয়া পান্ডুলিপি প্রেসে জমা দেওয়া হইয়াছিল। পরে দক্ষিণ বঙ্গের উলামাদের সহিত আলোচনা করিলে কলিকাতা খানকা শরীফের পীরে তরীক্বাত মাওলানা কুতবুদ্দীন আখতার আল ক্বাদেরী সাহেব কিবলার পীড়াপীড়িতে 'সুন্নী নামাজ শিক্ষা' নাম দিতে বাধ্য হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

গিয়াছিলাম। নামাজ শিক্ষাটি প্রকাশ হইবার পর হুগলী জেলার এক বিশেষ ব্যক্তি আমাকে বলিলেন -যদি ছোটমত এই ধরণের একটি নামাজ শিক্ষা লিখিয়া দেন, তাহা হইলে আমি ছাপাইয়া দিব। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবের সাড়া দিয়া এক মাস কয়েক দিনের মধ্যেই লিখিয়া ফেলিলাম দ্বিতীয় নামাজ শিক্ষা। মুফতী শাজাহান সাহেব কিবলার পূর্ব্ব পরামর্শ মুতাবিক কিতাবটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'সলাতে মুস্তফা বা সহীহ্ নামাজ শিক্ষা, যদিও দুইটির মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে । আল্লাহর অয়াস্তে দুইটিই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করবেন।

ইতি -

গোলাম ছামদানী রেজবী

১৬-৮-১৯৯৫

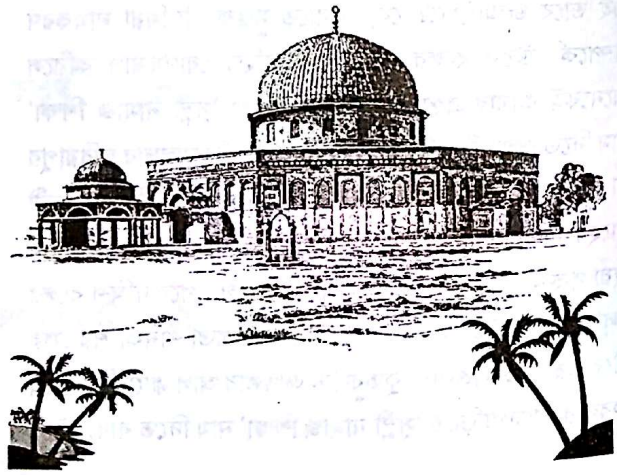

সূচীপত্র

কি	পৃষ্ঠা
১। ঈমানে মোফাস্সাল	9
২। ঈমানে মোজমাল	10
৩। কলেমা তাইয়েবা	10
৪। কলেমা শাহাদাত	10
৫। কলেমা তামজীদ	11
৬। কলেমা তৌহীদ	11
৭। কলেমা ইসতেগফার	12
৮। কলেমা রদ্দে কুফর	13
৯। সূরা ফাতেহা	14
১০। সূরা বাকারার প্রথমাংশ	15
১১। সূরা বাকারার একাংশ	15
১২। সূরা বাকারার শেষাংশ	16
১৩। সূরা ইউসূফের প্রথমাংশ	17
১৪। সূরা ইয়াসীনের প্রথমাংশ	18
১৫। সূরা ফাতাহ এর প্রথমাংশ	19
১৬। সূরা রাহমানের প্রথমাংশ	20
১৭ সূরা জুমআর শেষাংশ	22
১৮। সূরা নূহ এর প্রথমাংশ	23
১৯। সূরা নাবা এর শেষাংশ	23
২০। সূরা নাজিয়াত শেষাংশ	24
২১। সূরা বুরুজ শেষাংশ	24
২২। সূরা তারীক্ব	25
২৩। সূরা শাম্স	26
২৪। সূরা দোহা	27
২৫। সূরা আলাম নাশরাহ	28
২৬। সূরা তীন	28
২৭। সূরা ক্বাদার	29
২৮। সূরা যিলযাল	30
২৯। সূরা আদিইয়াদ	30
৩০। সূরা কারিয়াহ	31
৩১। সূরা তাকাসুর	32

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩২। সূরা আসার 32
৩৩। সূরা হুমাযা 33
৩৪। সূরা ফীল 33
৩৫। সূরা ক্বোরাইশ 34
৩৬। সূরা মাউন 34
৩৭। সূরা কাউসার 35
৩৮। সূরা কাফেরুন 35
৩৯। সূরা নাসার 36
৪০। সূরা লাহাব 36
৪১। সূরা এখলাস 37
৪২। সূরা ফালাক্ব 37
৪৩। সূরা নাস 38
৪৪। ওযুর বিবরণ 38
৪৫। ওযু করিবার সুন্নাত তরিক্বা 39
৪৬। কুল্লি করিবার দোআ 40
৪৭। নাকে পানি দেওয়ার দোয়া 41
৪৮। মুখো মন্ডল ধুইবার দোয়া 41
৪৯। ডান হাত ধুইবার দোয়া 41
৫০। বাম হাত ধুইবার দোয়া 41
৫১। মাথা মাসাহ করিবার দোয়া 42
৫২। কান মাসাহ করিবার দোয়া 42
৫৩। ঘাড় মাসাহ করিবার দোয়া 42
৫৪। ডান পা ধুইবার দোয়া 42
৫৫। বাম পা ধুইবার দোয়া 43
৫৬। ওযুর শেষে পড়িবার দোয়া 43
৫৭। ওযুর ফরয 43
৫৮। কয়েকটি জরুরী বিষয় 44
৫৯। গোসলের বিবরণ 45
৬০। কয়েকটি জরুরী মাসআলা 45
৬১। তায়াম্মুমের বিবরণ 46
৬২। তায়ম্মুমের নিয়্যাত 47
৬৩। আযানের বিবরণ 47

৬৪। আযানের দোয়া 50
৬৫। নামাযের বিবরণ 51
৬৬। সানা 52
৬৭। তাশাহহুদ 53
৬৮। দরুদ শরীফ 53
৬৯। দোয়া মাসূরা 54
৭০। সালাম 54
৭১। নামাযের পর দোয়া ও দরূদ 54
৭২। রেযবী মোনাজাত 56
৭৩। বাংলা মোনাজাত 57
৭৪। দোয়া কুনুত 58
৭৫। নামায পড়িবার নিয়ম 58
৭৬। মহিলা দিগের নামায 60
৭৭। বিতর নামায পড়িবার নিয়ম 61
৭৮। নামাযের ফরজ ও ওয়াজিবের বিবরণ 61
৭৯। নামাযের নিয়েত 63
৮০। ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত 63
৮১। নফল নামাজের নিয়্যাত 67
৮২। মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা 68
৮৩। নামাযে কান পর্যন্ত হাত উঠান সুন্নাত 70
৮৪। নাভির নিচে হাত বাধা সুন্নাত 70
৮৫। ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা পড়া নাজায়েজ 71
৮৬। আমিন আস্তে বলিতে হইবে 73
৮৭। রাফয়ে ইয়াদাইন করা নিষেধ 74
৮৮। বেতর তিন রাকআত ওয়াজিব 75
৮৯। জামাআতের বিবরণ 76
৯০। জুমআর বিবরণ 78
৯১। জুমআর প্রথম খুৎবা 82
৯২। জুমআর দ্বিতীয় খুৎবা 83
৯৩। প্রথম খুৎবার অনুবাদ 85
৯৪। দ্বিতীয় খুৎবার অনুবাদ 86
৯৫। তারাবীহ নামাযের বিবরণ 88

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯৬। ঈদের নামায পড়িবার নিয়ম	91
৯৭। মুসাফিরের নামায	92
৯৮। কাযা নামাযের বিবরণ	93
৯৯। সাজদাহ সাহুর বিবরণ	94
১০০। জানাযার নামায পড়িবার নিয়ম	95
১০১। জানাযার নামাযের চার তাকবীর	97
১০২। কবরে কাইত করিয়া শুয়ানো সুন্নাত	98
১০৩। কবর যিয়ারতের বিবরণ	99
১০৪। কবর যিয়ারতের নিয়ম	100
১০৫। রোযার বিবরণ	101
১০৬। ই'তিক্বাফ	102
১০৭। চাঁদ দেখিবার বিবরণ	102
১০৮। সাদক্বায়ে ফিতর এর পরিমাণ	103
১০৯। কুরবানীর বিবরণ	104
১১০। আক্বিকার বিবরণ	105
১১১। যাকাত ও ওশর এর বিবরণ	106
১১২। সুদের বিবরণ	108
১১৩। বন্ধক বাইয়ে সালিম	109
১১৪। বিবাহের বিবরণ	109
১১৫। তালাক্বের বিবরণ	111
১১৬। ইদ্দতের বিবরণ	112
১১৭। হজ্জের বিবরণ	112
১১৮। মাসআলা বিভাগ	114
১১৯। আমলের বিবরণ	117
১২০। ঋণ পরিশোধের দোয়া	117
১২১। ঈমান হেফাযতের দোয়া	118
১২২। স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির দোয়া	118
১২৩। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে নিরাপদ	119
১২৪। নিরাপদ থাকিবার দোয়া	119
১২৫। আরবী অক্ষরগুলির মান	120
১২৬। দিনগুলির মান	120
১২৭। রোগ নির্ণয় করিবার নিয়ম	120
১২৮। সময় সূচী	122

৭৮৬

৯২

সলাতে মুস্তফা
বা
সহীহ নামাজ শিক্ষা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা হির রাহমা নির রাহীম।

অনুবাদ ঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি বড় অনুগ্রহ পরায়ণ ও অত্যন্তদয়ালু।

ঈমানে মুফাস সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُوْلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

উচ্চারণঃ আমানতু বিল্লাহি অমালা ইকাতিহী অ কুতুবিহী আ রসুলিহী অল্ ইয়াও মিল আখিরি আল্ ক্বদ্‌রি খয়রিহী অ শার্রিহী মিনাল্লাহি তাআলা অল্ বা' সি বা' দাল মাওত।

অনুবাদ ঃ আমি ঈমান আনিয়াছি আল্লাহর প্রতি এবং তাহার ফিরিশ্‌তাদিগের প্রতি এবং তাহার কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাহার রসুলগণের প্রতি এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি এবং এই কথার প্রতি যে, ভাগ্যের ভাল ও মন্দের সৃষ্টিকারী আল্লাহ তাআলা এবং এই কথার প্রতি যে, মৃত্যুর পর উঠানো হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ

اَحْكَامِهٖ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ -

উচ্চারণ ঃ আমান্‌তু বিল্লাহী কামা হুয়া বিআসমা ইহী অ সিফাতিহী অ কাবিলতু জামীয়া আহকামিহী ইকরারুম্ বিল্লিসানি অ তাসদীকুম্ বিল্‌কালবি।

অনুবাদ ঃ আমি ঈমান আনিয়াছি আল্লাহর প্রতি, যেমন তিনি তাহার নাম সমূহের এবং তাহার গুণাবলীর সহিত রহিয়াছেন এবং আমি তাঁহার সমস্ত আহকাম মৌখিক স্বীকৃতি দিয়া এবং আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত মানিয়া লইয়াছি।

কালেমায় তাইয়েবাহ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

অনুবাদ ঃ আল্লাহ ব্যতিত কেহ উপাসনার উপযুক্ত নহেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহর রসুল।

কালেমায় শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রাসুলুহু।

অনুবাদ ঃ আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, নিশ্চয়

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার রসূল ।

কালেমায় তামজীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি অল্ হামদু লিল্লাহী অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার। অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলি ইল্ আজীম।

অনুবাদঃ আল্লাহ পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আল্লাহ সব চাইতে মহান। গোনাহ্ থেকে বাঁচিবার শক্তি এবং নেকী করিবার সামর্থ এক মাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়া থাকে, যিনি মহান সম্মানী।

কালেমায় তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ط ذُوْ الْجَلَالِ

وَالْاِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু ইউহ্‌ঈ অ ইউমীতু অ হুয়া হাই উল্লা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইয়ামুতু আবাদান আবাদা । জুল জালালি অল ইকরামি বিইয়া দিহিল খয়র্ । অহুয়া আলা কুল্লি শাই ইন্ ক্বাদীর ।

অনুবাদ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি একাকী। । তাহার কোন অংশীদার নাই। তাহারই জন্য বাদশাহী এবং তাঁহারই জন্য প্রশংসা। তিনি জীবন ও মরণ প্রদান করিয়া থাকেন এবং তিনি জীবন্ত। কোন সময় তাঁহার প্রতি মৃত্যু আসিবে না। তিনি মহান সম্মানী এবং ইজ্জত ওলা। তাঁহারই হাতে ভালাই এবং তিনি সর্ব শক্তিমান।

কালেমায় ইস্তেগ্ফার

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهٗ عَمَدًا اَوْخَطَاءً سِرًّا اَوْ عَلَانِيَةً وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِیْ اَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِیْ لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوْبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ আস্তাগ্ ফিরুল্লাহা রব্বী মিন কুল্লি জাম্বিন আজনাব্তুহু আমাদান আও খতাআন সির্রান আও আলা নিয়্যাতাঁও অ আতুবু ইলাইহি মিনাজ্ জাম্বিল্ লাজী আ'লামু অমিনাজ জাম্বিল্লাজী লা আ'লামু ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুইউবি অ সাত্তারুল উয়ুবি অ গাফ্ফা রুজ্ জুনুবি অলা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

অনুবাদ ঃ আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাইতেছি সমস্ত গোনাহ হইতে; যাহা আমি ইচ্ছাকৃত অথবা ভুল

বশতঃ করিয়াছি, অপ্রকাশ্যে অথবা প্রকাশ্যে করিয়াছি এবং আমি তাহা জ্ঞাত রহিয়াছি এবং সেই গোনাহ হইতেও যাহা আমি জ্ঞাত নাই। নিশ্চয় তুমি সমস্ত গায়েব অবগত এবং সমস্ত দোষ গোপণকারী এবং পাপসমূহ ক্ষমাকারী এবং পাপ হইতে বাঁচিবার শক্তি এবং নেকী করিবার সামর্থ একমাত্র আল্লাহরই সাহায্যে হইয়া থাকে, যিনি মহামানী ও সম্মানী।

কালেমায় রদ্দে কুফর

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّاَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِیْ كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিন আন উশ্রিকা বিকা শাই আঁও অ আনা আ'লামু বিহী অ আস্তাগ্ ফিরুকা লিমালা আ'লামু বিহী তুবতু আনহু অ তাবারা'তু মিনাল কুফরি অশ্ শির্কি অল্ কিজ্বি অল্ গীবাতি অল্ বিদআতি অন্ নামীমাতি অল্ ফাওয়াহিশি অল্ বুহতানি অল্ মাআসী কুল্লিহা অ আস্লামতু অ আক্বলু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি।

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ , আমি তোমার নিকটে আশ্রয় চাহিতেছি ইহা হইতে যে, আমি জানা সত্ত্বেও তোমার সহিত কোন জিনিষের শরীক করিব এবং আমি তোমার নিকট ক্ষমা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রার্থনা করিতেছি (ঐ শিক্ষা হইতে) যাহা আমি জানি না এবং আমি উহা হইতে তওবা করিয়াছি এবং আমি অসন্তুষ্ট হইয়াছি কুফর হইতে শির্ক হইতে, মিথ্যা হইতে, পরনিন্দা হইতে, গীবৎ হইতে, বিদআত হইতে, সমস্ত গোনাহ হইতে, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং আমি বলিতেছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহর রসুল।

সুরাহ্ ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

উচ্চারণ ঃ আল্ হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আর রাহমানির রহীম । মালিকি ইয়াও মিদ্দীন। ইইয়াকা না'বুদু অ ইইয়াকা নাস্তায়ীন। ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাক্বীম। সিরাতাল্লাজীনা আন্ আমতা আলাইহিম, গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ্ দাল্লীন।

সুরাহ বাকারার প্রথমাংশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الٓمّٓ ☆ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ☆ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ☆
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ☆ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ ☆ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ☆ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى
مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆

উচ্চারণ ঃ আলিফ লাম্ মীম্ । জালিকাল্ কিতাবু লা রায়বা ফীহ্। হুদাল লিল্ মুত্তাক্বী নাল্লাজীনা ইউমিনুনা বিল্ গায়বি অ ইউকি মুনাস সলাতা অ মিম্মা রাজাক্ নাহুম ইউন্ ফিক্বন। অল্লাজীনা ইউমিনূনা বিমা উনজিলা ইলাইকা অমা উন্ জিলা মিন্ ক্বব্লিক্ । অবিল আখিরাতি হুম্ ইউ ক্বিনূন। উলাইকা আলা হুদাম্ মির্ রব্বিহিম্ অ উলাইকা হুমুল মুফলিহুন্ ।

সুরাহ বাকারার একাংশ

(আয়াতুল কুরসী)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ☆ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ☆ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ
وَّلَا نَوْمٌ ☆ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ
يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ☆ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ☆

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ ☆ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ☆ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল ক্বইয়ূম। লা তা'খুজুহু সিনাতুঁও অলা নাউম। লাহুমা ফিস সামা ওয়াতি ওমা ফিল আরদ্বি, মানযাল্লাযী ইয়্যাশফাউ ইনদাহু ইল্লা বি-ইজনিহী । ইয়া'লামু মাবাইনা আইদীহিম অমা খল্ফাহুম। অলায়ু হিতুনা বিশাই ইম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ। অসিয়া কুরসী ইউহুস্ সামা ওয়াতি অল আরদা । অলায়া উদুহু হিফজুহুমা অ হুয়াল আলিউল আজীম।

সুরাহ বাকারার শেষাংশ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ☆ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ☆ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ☆ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ☆ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ☆ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ☆ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَانَا ☆ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ☆ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ☆ وَاعْفُ عَنَّا ☆ وَاغْفِرْلَنَا ☆ وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ☆

উচ্চারণ ঃ আমানার্ রাসুলু বিমা উন্জিলা ইলাইহি মির্ রব্বিহি অল্ মু'মিনূন্। কুল্লুন্ আমানা বিল্লাহি অমালাইকাতিহী অকুতুবিহী অরসুলিহ্। লানুফার্ রিক্কু বাইনা আহাদিম্ মির্ রুসুলিহ্। অক্বালু সামিইনা অ আতা'না গুফরানাকা রব্বানা অইলাইকাল্ মাসীর। লা ইউ কাল্লিফুল্লাহু নাফ্সান্ ইল্লা উস্য়াহা। লাহা মাকাসাবাত্ অ আলাইহা মাক্তা সাবাত্। রব্বনা লাতু আখিজ্না ইন্নাসীনা আও আখ্তা'না । রব্বনা অলা তাহ্মিল্ আলাইনা ইসরান্ কামা হামালতাহু আলাল্ লাজীনা মিন ক্বলিনা। রব্বনা অলাতু হাম্মিল্ না মালা ত্বকাতা লানাবিহ্। অ'ফু আন্না অগ্ফির লানা অর্ হাম্না আন্তা মাওলানা ফান্সুর্না আলাল্ ক্বওমিল্ কাফিরীন্।

সুরাহ ইউসুফের প্রথমাংশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ☆ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ☆ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ☆ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ☆ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِكَ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ ☆ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سَاجِدِيْنَ ☆ قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ☆ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ☆

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণঃ আলিফ লাম্ রা। তিল্কা আয়াতুল্ কিতাবিল্ মুবীন। ইন্না আন্জাল্নাহু কুরআনান্ আরাবিই আল্ লায়াল্লা কুম তা'ক্বিলুন্। নাহ্নু নাক্বু স্সু আলাইকা আহ্সানাল্ ক্বসসি বিমা আও হাইনা ইলাইকা হাজাল কুরআন্। অইন্ কুন্তা মিন ক্বলিহী লামিনাল্ গাফিলীন্। ইজ্ ক্বলা ইউসুফু লি আবীহি ইয়া আবতি ইন্নী রাআইতু আহাদা আশারা কাওকাবাঁও অশ্ শামসা অল্ ক্বামারা রাআইতু হুম লিসাজিদীন। ক্বলা ইয়া বুনাইয়া লাতাক্বসুস্ রুইয়াকা আলা ইখ্ওয়াতিকা ফাইয়া কীদু লাকা কাইদা । ইন্নাশ্ শাইতানা লিল্ ইনসানি আদুবুম্ মুবীন্।

সূরাহ ইয়াসীনের প্রথমাংশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ☆ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ☆ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ☆ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ☆ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ☆ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ☆ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ☆ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ☆ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ☆ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ☆ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ

اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ☆ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ☆ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ☆ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ☆

উচ্চারণ ঃ ইয়াসীন্। অল্ কুরআনিল্ হাকীম। ইন্নাকা লামিনাল্ মুরসালীন্। আলা সিরাতিম্ মুস্তাক্বীম্। তান্জীলাল্ আজীজির্ রাহীম্। লিতুনজিরা ক্বাওমাম্মা উন্জিরা আবাউ হুম্ ফাহুম্ গাফিলুন্। লাক্বাদ্ হাক্বাক্বল্ ক্বাওলু আলা আক্সারি হিম্ ফাহুম্ লা ইউমিনূন্। ইন্নাকা জায়াল্না ফী আ নাক্বি কিহিম্ আগ্লালান্ ফাহিয়া ইলাল্ আজ্ক্বানি ফাহুম্ মুক্বমাহুন্। অ জায়াল্না মিম্ বাইনি আইদীহিম্ সাদ্দাঁও অমিন্ খল্ফিহিম্ সদ্দাঁও ফা আগ্ শাইনাহুম ফাহুম লা ইউব্ সিরুন্। অ সাওয়া উন্ আলাইহিম্ আআন্ জারতাহুম্ আম্লাম্ তুন্জিরহুম্ লা ইউমিনূন্। ইন্নামা তুন্জিরু মানিত্ তাবা আজ্জিক্রা অখশিয়ার রহমানা বিল গাইবি। ফাবাশ্ শির্হু বিমাগ ফিরাতিঁউ অ আজরিন্ কারীম। ইন্না নাহ্নু নুহ্ইল্ মাওতা অনাক্তুবু মা ক্বাদ্দামু অ আসারাহুম্। অকুল্লা শাই্ইন আহ্ সাইনাহু ফী ইমামিম্ মূবীন্।

সূরাহ 'ফাতাহ্' এর প্রথমাংশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝ وَيَنصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝ هُوَ الَّذِيٓ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي

pdf By Syed Mostafa Sakib

قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

উচ্চারণ ঃ ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা। লিইয়াগ ফিরা মা তাক্কাদ্দামা মিন্ জাম্বিকা অমা তাআখ্খারা আইউতিম্মা নি'মাতুহু আলাইকা অ ইয়াদিয়াকা সিরাতাম্ মুস্তাকীমা। অ ইয়ান্ সুরাকাল্লাহু নাস্রান্ আজীজা। হুয়াল্লাজী আন্ জালাস্ সাকীনাতা ফী ক্বুলুবিল্ মু'মিনীনা লিইয়াজদাদু ঈমানাম্ মাআ ঈমানিহিম্ অলিল্লাহি জুনূদুস্ সামাওয়াতি অল্ আরদি । অ কানাল্লাহু আলীমান্ হাকীমা।

সুরাহ 'রহমান' এর প্রথমাংশ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَٰنُ ۝ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۝ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ۝ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۝ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِى ٱلْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۝ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۝ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ ۝

وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ۝ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۝ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۝ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ۝ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَـَٔاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ ۝ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

উচ্চারণ ঃ আর্ রাহমানু আল্লামাল কুরআন। খলাক্বাল্ ইন্সান্। আল্লামাহুল বাইয়ান্। আশ্ শাম্সু অল্ ক্বমারু বিহুস বার্নিউ অন্ নাজ্মু অশ্ শাজারু ইয়াস্ জুদান। অস্ সামায়া রফাআহা অ অদায়াল্ মীজান্। আল্লা তাত্ব্ গাওফিল্ মিজান্। অ আক্বীমুল্ অজ্না বিল্ ক্বিসতি অলা তুখসিরুল্ মীজান্। অল্ আর্দা অদায়াহা লিল্ আন্য়াম্। ফীহা ফাকিহাতুঁ অন্ নাখ্লু জাতুল্ আক্মাম। অল্ হাব্বু জুল্ আসফি অর্ রাইহান। ফাবি আইয়ে আলা ইরব্বি কুমা তুকাজ্ জিবান। খলাক্বাল্ ইন্সানা মিন্ সল্সালিন্ কাল্ ফাখ্খার। অখলাক্বাল জান্না মিম্ মারিজিম্ মিন্নার। ফাবি আইয়ে আলা ইরব্বি কুমা তুকাজ্ জিবান। রাব্বুল মাশ্রি ক্বইনি অরব্বুল মাগরি বাইন্। ফাবি আইয়ে আলা ইরব্বি কুমা তুকাজ্ জিবান। মারাজাল বাহ্রাইনি ইয়ালতাক ক্বিয়ান। বাইনা হুমা বারযাখুল্লা ইয়াব গিয়ান। ফাবি আইয়ে আলা ইরব্বি কুমা তুকাজ্ জিবান। ইয়াখ্ রুজু মিন্ হুমাল্ লুলু অল্ মারজান। ফাবি

pdf By Syed Mostafa Sakib

আইয়ে আলা ইরব্বি কুমা তুকাজ্ জিবান্। অলাহুল্ জাওয়ারিল্ মুন্শা আতু ফিল বাহ্রি কাল্ আ'লাম্। ফাবি আইয়ে আলা ইরব্বি কুমা তুকাজ্ জিবান।

সুরাহ জুম্আর শেষাংশ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ
لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ
ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ
فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا
لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا
وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗا قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ وَٱللَّهُ
خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ۝

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইউ হাল্লাজীনা আমানু ইজা নূদিয়া লিস্ সলাতি মিই ইয়াউমিল্ জুম্আতি ফাস্ আও ইলা জিক্রিল্লাহি অজারুল বাইয়া জালিকুম্ খয়রুল্লাকুম ইন্কুন্তুম্ তা'লামুন। ফাইজা কুদি ইয়াতিলস্ সলাতু ফান্তাশীরু ফিল আরদি অব্তাগু মিন্ ফাদ্লিল্লাহি অজ্কুরুল্লাহা কাসীরাল্ লাআল্লাকুম্ তুফলি হুন। অইজা রাআউ তিজারাতান্ আও লাহওয়া নিন্ ফাদ্দু ইলাইহা অতারাকুকর ক্বাইমা । ক্বুল্ মা ইনদাল্লাহি খায়রুম মিনাল্ লাহবি অমিনাত্ তিজারাহ। অল্লাহু খয়রুর রাজিকীন্।

সুরাহ নূহ এর প্রথমাংশ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦٓ أَنۡ أَنذِرۡ قَوۡمَكَ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَهُمۡ
عَذَابٌ أَلِيمٞ ۝ قَالَ يَٰقَوۡمِ إِنِّى لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ۝ أَنِ ٱعۡبُدُواْ
ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۝ يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ
أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُۖ لَوۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝

উচ্চারণঃ ইন্না আর্সাল্না নূহান ইলা ক্বওমিহী আন্ আনজির ক্বওমাকা মিন ক্ববলি আঁই ইয়াতিয়া হুম আজাবূন্ আলীম। ক্বলা ইয়া ক্বওমি ইন্নি লাকুম নাজীরুম্ মুবীন। আনি'বুদুল্লাহা অত্তাকুহু অ আতীউনি। ইয়াগ্ ফির্লাকুম্ মিন্ জুনুবিকুম্। অ ইউ আখ্খিরুকুম্ ইলা আজালিম্ মুসাম্মা। ইন্না আজালাল্লাহি ইজা জাআ লা ইউ আখ্খিরু লাও কুন্তুম্ তা'লামুন।

সুরাহ 'নাবা' এর শেষাংশ

۝ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ صَفّٗاۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ
أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَقَالَ صَوَابٗا ۝ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمُ ٱلۡحَقُّۖ فَمَن شَآءَ
ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ۝ إِنَّآ أَنذَرۡنَٰكُمۡ عَذَابٗا قَرِيبٗا يَوۡمَ يَنظُرُ
ٱلۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلۡكَافِرُ يَٰلَيۡتَنِى كُنتُ تُرَابَۢا ۝

উচ্চারণ ঃ ইয়াওমা ইয়াক্বুমুর রুহু অল্ মালা ইকাতু সাফ্

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাল্লা ইয়াতা কাল্লামুনা ইল্লা মান্ আজিনা লাহুর রহমানু অক্বলা সাওয়াবা। জালিকাল্ ইয়াওমুল হাক্ব । ফামীন্ শাআত্ তাখজা ইলা রব্বিহী মাআবা। ইন্না আন্জার নাকুম আজাবান্ ক্বরীবাই ইয়াওমা ইয়ান্ জুরুল মারউমা ক্বদ্দামাত ইয়াদাহ্ অ ইয়াক্বুলুল্ কাফিরু ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা।

সুরাহ 'নাজিয়াত' এর শেষাংশ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾
إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়াস্ আলুনাকা আনিস্ সায়াতি আই ইয়ানা মুরসাহা। ফীমা আন্তা মিন্ জিক্রাহা। ইলা রব্বিকা মুন্ তাহাহা। ইন্নামা আন্তা মুনজিরু মাঁই ইয়াখ্শাহা।কাআন্না-হুম ইয়াওমা ইয়ারাওনাহা লাম্ ইয়াল্ বাসু ইল্লা আঁশিই ইতান্ আও দুহাহা।

সুরাহ 'বুরুজ' এর শেষাংশ

﴿١٢﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٣﴾ إِنَّهُۥ
هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٤﴾ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿١٥﴾ ذُو ٱلْعَرْشِ
ٱلْمَجِيدُ ﴿١٦﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿١٨﴾
فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٩﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى تَكْذِيبٍ ﴿٢٠﴾ وَٱللَّهُ مِن
وَرَآئِهِم مُّحِيطٌۢ ﴿٢١﴾ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢٢﴾ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍۭ ﴿٢٣﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্না বাত্বশা রব্বিকা লাশাদিদ। ইন্নাহু হুয়া ইউব্দিউ অউঈদ্। অহুল গাফুরুল অদুদু জুল্ আর্শিল্ মাজীদ। ফা'য়ালুল্ লিমা ইউরীদ্ । হাল্ আতাকা হাদীসুল্ জুনূদ্ । ফির্ আউনা অসামুদ। বালিল্লাজীনা কাফারু ফী তাক্জীবিঁউ অল্লাহু মিঁউ অরহিম্ মুহীত । বাল্ হুয়া ক্বরআনুম্ মাজীদ্। ফী লাউহিম্ মাহ্ফুজ্।

সূরা ত্বারিক

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿٢﴾ ٱلنَّجْمُ
ٱلثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ
مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ
وَٱلتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ ﴿٩﴾
فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴿١١﴾
وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ
بِٱلْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ
ٱلْكَـٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

উচ্চারণ ঃ অস্সামাই অত্তারিকি। অমা আদরাকা মাত্ তারিকুন্ নাজমুস্ সাকিব। ইন্ কুল্লু নাফ্সিল্লাম্মা আলাইহা হাফিজ। ফাল ইয়ান জুরিল ইন্সানু মিম্মা খুলিক্। খুলিক্বা মিম মাইন

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাফিকিই ইয়াখ্রুজু মিম বাইনিস্ সুলবি অত্ তারাইব্। ইন্নাহু আলা রাজয়িহী লা ক্বাদির। ইয়াও মা তুব্লাস্ সারাইরু ফামা লাহু মিন কুওয়া তিঁউ অলা নাসির। অস্ সামাই জাতির রাজয়ি অল আরদি জাতিস্ সাদায়ি। ইন্নাহু লা ক্বওলুন ফাস্লুঁউ অমা হুয়া বিল হাজলি। ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কায়দাঁউ অ আকীদু কায়দা। ফামাহহিলিল কাফিরীনা আম হিল হুম রুওয়ায়দা।

সুরাহ সামস্

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا ﴿١﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ﴿٢﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا
جَلَّىٰهَا ﴿٣﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ﴿٤﴾ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ﴿٥﴾
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن
دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ﴿١١﴾ إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ﴿١٢﴾
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَىٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَىٰهَا ﴿١٥﴾

উচ্চারণ ঃ অশ্শামসি অদুহাহা। অল্ ক্বমারি ইজা তালাহা। অন্ নাহারি ইজা জাল্লাহা। অল্ লাইলি ইজা ইয়াগ্ শাহা। অস্ সামায়ী অমা বানাহা। অল্ আরদি অমা তাহাহা। অনাফসিঁউ অমা সাওওয়াহা। ফাআল্ হামাহা ফুজুরাহা অতাক্ ওয়াহা কাজ্জাবাত

সামুদা বিতগ্ওয়াহা। ইজিম্ বায়াসা আশ্কাহা। ফাক্বালা লাহুম রসুলুল্লাহি নাকাতাল্লাহি অসুক্ইয়াহা। ফাকাজ্ জাবুহা ফা আকারুহা। ফাদাম্ দামা আলাইহিম্ রব্বুহুম্ বিজাম্ বিহিম্ ফাসাও ওয়াহা। অলা ইয়াখাফু উক্বাহা।

সুরাহ দুহা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾
وَلَلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضَىٰٓ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا
فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾
وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

উচ্চারণ ঃ অদ্দুহা অল্লাইলি ইজা সাজা মা অদ্দাআকা রব্বুকা অমা ক্বলা। অলাল্ আখিরুতু খয়রুল্লাকা মিনাল উলা। অলা সাওফা ইউতিকা রব্বুকা ফাতারদা। আলাম ইয়াজিদ্কা ইয়াতিমান্ ফাআওয়া। অঅজাদাকা দাল্লান্ ফাহাদা। অঅজাদাকা আইলান্ ফা আগ্না। ফা আম্মাল্ ইয়াতিমা ফালা তাক্হার। অ আম্মাস্ সাইলা ফালা তানহার। অ আম্মা বি নিয়্যামাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূরাহ আলাম্ নাশরাহ্

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

۞ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِىٓ
أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞
إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ
فَٱرْغَب ۞

উচ্চারণ ঃ আলাম্ নাশ্‌রাহ লাকা সাদরাক্। অ অদা'না আনকা বিজরা কাল্লাজী আনক্বদা জাহরক্। অরফা'না লাকা জিক্‌রাক্ । ফাইন্না মাআল উসরি ইউস্‌রা । ইন্না মাআল উস্‌রি ইউস্‌রা । ফাইজা ফারাগ তা ফান্ সাব। অ ইলা রব্বিকা ফারগ্‌ব্।

সূরাহ তীন্

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞
لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ
سَٰفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُونٍ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ
بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ۞

উচ্চারণ ঃ অত্‌তীনি অজ্ জাইতুনি অতুরি সীনীনা অহাজাল বালাদিল আমীন। লাক্বাদ খলাক্বনাল্ ইন্‌সানা ফী আহসানি তাক্বীম। সুম্মা রদাদ্‌নাহু আস্‌ফালা সাফিলীন। ইল্লাল্লাজীনা আমানু অ আমিলুস্ সালিহাতি ফালাহুম আজরুন্ গয়রু মামনুন। ফামা ইউ কাজ্জিবুকা বা'দু বিদ্দীন। আলাই সাল্লাহু বি আহকামিল্ হাকিমীন।

সূরাহ ক্বদর

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ
ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

উচ্চারণ ঃ ইন্না আন্ জাল্‌নাহু ফী লাইলাতিল ক্বদরি। অমা আদ্‌রাকা মা লাইলাতুল ক্বদ্। লাইলাতুল ক্বদ্‌রি খয়রুম্ মিন আলফি শাহরিন্। তানাজ্জালুল্ মালাইকাতু অর্‌রূহ ফীহা বিইজ্‌নি রব্বিহিম্ মিন্ কুল্লি আম্‌রিন্ সালামুন্ । হিয়া হাত্‌তা মাত্‌লাইল্ ফাজরি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূরাহ যিল যাল

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝
وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ
أَوْحَىٰ لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ ۝
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُۥ ۝

উচ্চারণ ঃ ইজাজুল জিলাতিল আরদু জিল্ জালাহা। অ আখরা জাতিল আর্দু আস্কা লাহা । অ ক্বলাল্ ইনসানু মালাহা। ইয়াওমা ইজিন্ তুহাদ্দিসু আখবা রাহা। বিআন্না রব্বাকা আওহা লাহা। ইয়াওমা ইজিঁ ইয়াস দুরুন্নাস্ আশ্তা তাল্লি ইউরাও আমালাহুম । ফামাই ইয়ামাল্ মিসক্বলা জারাতিন্ খয়রাঁই ইয়ারাহ । অমাই ইয়ামাল মিস্কলা জারাতিন শাররাই ইয়ারাহ।

সূরাহ আদিইয়াদ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا ۝ فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا ۝ فَٱلْمُغِيرَٰتِ
صُبْحًا ۝ فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا ۝ فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا ۝ إِنَّ
ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ۝ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝ وَإِنَّهُۥ

لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ ۝
وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ ۝ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

উচ্চারণ ঃ অল্ আদি ইয়াতি দাব্হান। ফাল্ মুগীরাতি সুবহান। ফাআসার্ নাবিহী নাক্ব আন। ফাওয়া সাত নাবিহী জাম্য়ান। ইন্নাল ইন্সানা লিরব্বিহী লাকানুদ । অ ইন্নাহু আলা জালিকা লাশাহীদ। অ ইন্নাহু লিহুব্বিল খয়রি লাশাদীদ। আফালা ইয়ালামু ইজা বু'সিরা মাফিল্ কুবুর্। অহুস্সিলা মাফিস্ সুদুর। ইন্না রব্বাহুম বিহিম ইয়াওমা ইজিল্লা খাবীর।

সূরাহ কারিয়াহ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ۝ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُونُ
ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ
ٱلْمَنفُوشِ ۝ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ ۝ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ
رَّاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ۝ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَآ
أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ۝

উচ্চারণ ঃ আল্ ক্বারিয়াতু মাল্ ক্বারিয়াতু অমা আদ্রাকা মাল্ ক্বারিয়াহ। ইয়াওমা ইয়ানুন্ নাসু কাল্ ফিরাসিল্ মাব্সুস্ । অতাকুনূল জিবাল্ কাল্ ইহ্নিল্ মান্ফুশ। ফাআম্মা মান সাক্বলাত্ মাওয়া জীনুহু ফাহুয়া হী ঈশাতির রাদিয়াহ। অ আম্মা মান্ খফ্ফাত্ মাওয়া জীনূহু ফাউম্মুহু হাবিয়াহ। অমা আদ্রাকা মাহিয়া। নারুন্ হামিয়াহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুরাহ তাকাসুর

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۝

উচ্চারণ ঃ আল্‌হা কুমুত্ তাকাসুরু। হাত্তা জুর্‌তুমুল মাক্বাবির্। কাল্লা সাওফা তা'লামুন। কাল্লা লাও তা'লামুনা ইল্‌মাল্ ইয়াক্বীন। লাতারা বুন্নাল জাহীম্। সুম্মা লাতারা বুন্নাহা আইনাল্ ইয়াক্বীন। সুম্মা লাতুস আলুন্না ইয়াওমা ইজিন আনিন্ নাঈম।

সুরাহ আসর

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۝ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ۝

উচ্চারণ ঃ অল্ আস্‌রি ইন্নাল্ ইন্‌সানা লাফী খুসুর। ইল্লাল্লাজীনা আমানু অ আমিলুস্ সালিহাতি অতাওয়া সাওবিল্ হাক্বকি অতাওয়া সাওবিস সবরি।

সুরাহ হুমাযাহ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ ۝ كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۝ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۝ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ ۝

উচ্চারণ ঃ অয়লুল্ লিকুল্লি হুমাজাতিল্ লুমাজাতি নিল্লাজী জামাআমা লাঁউ আদ্দাদাহ্ । ইয়াহ্ সাবু আল্লা মালাহু আখ্ লাদাহ্ । কাল্লা লাইউম্ বাজান্না ফীল্ হুতামাহ্। অমা আদ্ রাকা মাল্ হুতামাহ্। নারুল্লাহিল্ মু'ক্বাদা তুল্লাতি তাত্‌তালিউ আলাল্ আফ্ইদাহ্। ইন্নাহা আলাইহিম্ মু'সাদাতুন্ । ফি আমাদিম্ মুমাদ্দাদাহ।

সুরাহ ফীল

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍۢ ۝

উচ্চারণ ঃ আলাম্ তারা কায়ফা ফাআলা রব্বুকা বিয়াস্ হাবিল ফীল। আলাম ইয়াজ্ আল্ কাহাহুম ফীতাদ্ লীল। অ আর্‌সালা আলাইহিম্ তাইরান্ আবাবীল্। তারমীহিম্ বিহিজা

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাতিম মি্ সিজ্জীল । ফাজা আলাহুম কায়াস্ ফিম্ মা'কুল।

সুরাহ কুরাইশ্

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ۞ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوا۟
رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ
خَوْفٍۢ ۞

উচ্চারণ ঃ লি ইলাফি কুরাইশিন্। ঈলাফি হিম রিহ্লা তাশ্শিতাই অস্সাইফ। ফাল্ ইয়া'বুদু রব্বা হাজাল বায়তিল্লজী আত্ আমাহুম মিন্ জুইঁউ অ আমানাহুম মিন খাওফ্।

সুরাহ মাউন

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۞
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ
هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ
ٱلْمَاعُونَ ۞

উচ্চারণ ঃ আরা আইতাল্লাজী ইউকাজ্জিবু বিদ্দিন । ফাজালি কাল্লাজী ইয়াদু'উল ইয়াতীম। অলা ইয়াহুদ্দু আলা তওয়ামিল মিস্কীন্। ফাওয়াই লুল্লিল্ মুসল্লী নাল্লাজীন হুম আন্ সলাতি হিম সাহুন। আল্লাজীনা হুম ইউরা উনা অ ইয়াম্না উনাল্ মাউন্।

সুরাহ কাওসার

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ
ٱلْأَبْتَرُ ۞

উচ্চারণ ঃ ইন্না আ'তাইনা কাল্ কাওসার । ফাসাল্লি লিরব্বিকা অন্হার। ইন্না শানিয়াকা হুয়াল্ আব্তার।

সুরাহ কাফিরূন

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۞ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَنتُمْ
عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۞ وَلَآ أَنتُمْ
عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۞

উচ্চারণ ঃ কুল্ ইয়া আইউ হাল্ কাফিরূন । লা আ'বুদুমা তা'বুদুন্ । অলা আন্তুম আবিদুনা মা আ'বুদু। অলা আনা আবিদুম্মা আবাদ্তুম্। অলা আন্তুম আবিদুনা মাআ'বুদু। লাকুম দ্বীনূকুম অলিয়া দ্বীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুরাহ নসর

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ۝

উচ্চারণ ঃ ইজা জাআ নাস্রুল্লাহি অল্ ফাতহু। অরাই তান্নাসা ইয়াদ্ খুলুনা ফী দ্বীনিল্লহি আফ্ওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা অস্তাগ ফিরহু। ইন্নাহু কানা তাওয়াবা।

সুরাহ লাহাব

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۝ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

উচ্চারণ ঃ তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিঁউ অতাব, মা আগ্না আনহু মালুহু অমা কাসাব। সাইস্লা নারান্ জাতা লাহাবি ঁউ অম্রাতুহু । হাম্মা লাতাল্ হাতাবি ফী জীদিহা হাব্লুম্ মিম মাসাদ্ ।

সুরাহ ইখ্লাস্

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝

উচ্চারণ ঃ ক্বুল্ হুয়াল্লাহু আহাদ্। আল্লাহুস্ সামাদ্ লাম্ ইয়ালিদ্ অলাম্ ইউলাদ্ অলাম্ ইয়াকুল্ লাহু কুফুওয়ান আহাদ্ ।

সুরা ফালাক

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۝ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ۝ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

উচ্চারণ ঃ ক্বুল আউজু বিরব্বিল ফালাক্। মিন্ শারিমা খলাক্ব্। অমিন শার্রি গাসিক্বিন ইজা অকাব্। অমিন্ শার্রিন্ নাফ্ফাসাতি ফিল উক্বাদ। অমিন্ শার্রি হাসিদিন্ ইজা হাসাদ্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূরাহ নাস্

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۝ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۝

উচ্চারণঃ ক্বুল আউজু বিরব্বিন্ নাস্। মালিকিন্নাস্ । ইলাহিন্নাস্ । মিন্ শার্রিল ওস্ওয়াসিল্ খন্নাস্। আল্লাজী ইউ ওয়াল বিসু ফি সুদুরিন্নাস্ । মিনাল্ জিন্নাতি অন্নাস্।

অজুর বিবরণ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নামাজের জন্য উঠিবে, তখন ধুইয়া ফেলিবে তোমাদের মুখমন্ডল এবং তোমাদের হাতগুলি কুনুই সমেত এবং তোমাদের মাথা মোসাহ করিয়া নিবে এবং পা গুলি গোড়ালি পর্যন্ত ধুইয়া নিবে।

অজুর করিবার সুন্নাত তরীকা

যখন অজু করিতে বসিবে, তখন প্রথমে -

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ-

'বিস্মিল্লা হিল্ আজীম্ অল্ হাম্দু লিল্লালি আলা দ্বীনিল্ ইস্লাম্' পাঠ করিয়া নিবে। কারণ, 'বিস্মিল্লাহ' পাঠ করিয়া অজু আরম্ভ করিলে সমস্ত দেহ পাক হইয়া যায়। অন্যথায় যে যে অংশের উপর পানি বহানো হইবে কেবল সেই অংশগুলি পাক হইবে। ইহার পর দুই হাত এমন ভাবে কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধুইবে যাহাতে দুই আঙ্গুলের মাঝখান শুকনো না থাকে। ইহার পর তিনবার কুল্লি করিবে। অবশ্য কুল্লি এমন ভাবে করিতে হইবে যে, মুখের ভিতরের সমস্ত অংশে পানি পৌঁছিয়া যায়। সাবধান! খুব স্মরণ রাখিবে ! এই প্রকার কুল্লি করা অজুতে 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' এবং গোসলে ফরজ। ইহার পর তিনবার নাকে পানি দিবে। নাকের নরম মাস পর্যন্ত পানি পৌঁছানো 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' এবং গোসলে ফরজ। যাহারা এই প্রকারে নাকে পানি না দেওয়ার অভ্যাস করিবে, তাহারা গোনাহ্গার ও ফাসেক হইয়া যাইবে। ইহার পর তিনবার মুখমন্ডল ধুইতে হইবে। যদি দাড়ি থাকে, তাহা হইলে খুব ভিজাইতে হইবে। যদি একটিও চুলের জড় শুকনো থাকে বা উহার উপর থেকে পানি বহিয়া না যায়, তাহা হইলে অজু হইবে না। কপালের উপর চুলের গোড়া হইতে চিবুকের নিচে পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হইতে অপর কানের লতি পর্যন্ত প্রত্যেক অংশের উপর এবং প্রত্যেক লোমের উপর থেকে পানি বহাইয়া দিতে হইবে। অন্যথায় অজু হইবে না। ইহার পর দুই হাত তিনবার কুনুই সমেত ধুইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রত্যেকটি লোমের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছাইতে হইবে। যদি একটি লোম অথবা উহার গোড়া শুকনো থাকে, তাহা হইলে অজু হইবে না। ইহার পর দুই হাত নতুন পানিতে ভিজাইয়া মাথা মাসাহ করিবে। সমস্ত মাথা মাসাহ করা সুন্নাত।

মাসাহ্ করিবার উত্তম তরীকা ঃ একবার দুই হাতের তালু এবং দুই হাতের তিনটি করিয়া আঙ্গুল মাথার সামনের দিক হইতে পিছনের দিকে লইয়া যাইবে। (দুর্রে মুখতার) তারপর শাহাদাত আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানগুলির পেট মাসাহ্ করিবে এবং বৃদ্ধ আঙ্গুলগুলির পেট দ্বারা কানগুলির পিঠ মাসাহ করিবে এবং হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড়ের পিছনাংশ মাসাহ করিবে। গলা মাসাহ্ করা বিদ্আত। ইহার পর দুই পায়ের গোড়ালীর উপর পর্যন্ত এমন ভাবে ধুইবে যে, আঙ্গুলগুলির ফাঁকে এবং নোখের কোণাতে জর্রা পরিমাণ ভিজিতে বাকী না থাকে। অন্যথায় অজু হইবে না। প্রত্যেকটি অঙ্গ ডান দিক হইতে ধোওয়া আরম্ভ করিবে।

কুল্লি করিবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা তিলাওয়াতিল কুর্আনি অজিকরিকা অশুক্রিকা অহুসনি ঈবাদাতিকা।

নাকে পানি দেওয়ার দুয়া

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِیْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِیْ رَائِحَةَ النَّارِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আরিহ্নী রাইহাতাল্ জান্নাতি অলা তুরিহ্নী রাইহাতান্ নারি।

মুখমন্ডল ধুইবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِیْ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ الْوُجُوْهُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বাই ইদ্ অজহী ইয়াওমা তাব্ ইয়াদ্ দুল উজুহু অতাস্ ওয়াদ্দুল্ উজুহ।

ডান হাত ধুইবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ كِتَابِیْ بِيَمِيْنِیْ وَحَاسِبْنِیْ حِسَابًا يَّسِيْرًا۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'তিনী কিতাবী বে ইয়ামিনী অহা- সিবনী হিসাবাঁই ইয়াসীরা।

বাম হাত ধুইবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِیْ كِتَابِیْ بِشِمَالِیْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِیْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাতু'তিনী কিতাবী বিশিমালী অলা মিঁউ অরাযী জাহরী ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাথা মাসাহ করিবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আজিল্লানী তাহ্তা জিল্লা আরশিকা ইয়াওমা লাজিল্লা ইল্লা জিল্লু আরশিক্।

কান মাসাহ করিবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল্নী মিনাল্ লাজিনা ইয়াস্ তামিউনাল্ ক্বওলা ফাইয়াত্ তাবিউনা আহ্সানাহু।

ঘাড় মাসাহ্ করিবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'তিক্ রাক্বাবাতী মিনান্নার।

ডান পা ধুইবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাব্বিত্ ক্বাদামী আলাস্ সিরাতি ইয়াওমা তাজিলুল্ আক্বাদাম্।

বাম পা ধুইবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ

উচ্চারন ঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল্ জাম্বি মাগ্ফুরাঁউ অ সা'য়ী মাশ্কুরাঁউ অ তিজারাতি লান্তাবুরা।

অজুর শেষে পড়িবার দুয়া

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

উচ্চারন ঃ আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্দুহু অ রাসুলুহু । আল্লাহুম্মাজ্ আল্নী মিনাত্ তাউওয়া বীনা অজ্ আল্নী মিনাল্ মুতা তাহ্হিরীন।

অজুর ফরজ

খুব মনে রাখিবেন। অজুর মধ্যে চারটি ফরজ রহিয়াছে। যদি ঐ ফরজগুলি যথাযথ ধোওয়া ও মাসাহ না হয়, তাহা হইলে অজু হইবে না। যথা, মুখমন্ডল ধোয়া, দুই হাত কুনুই সমেত ধোয়া, মাথা মাসাহ করা, দুই পা গোড়ালী সমেত ধোয়া। মাথা মাসাহ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহির নিকট মাথার চুতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরজ। হজরত মুগীরাহ বিন শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মাথার অগ্রভাগ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসাহ করিয়া ছিলেন। অনুরূপ ইমাম আবু হানীফার নিকটে একবার মাথা মাসাহ করা সুন্নাত। হযরত আলী রাদীআল্লাহু আনহু অজুতে একবার মাসাহ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ইহা হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অজু।

কয়েকটি জরুরী বিষয়

(১) কোন অঙ্গ ধুইবার অর্থ হইল যে,উহার প্রতিটি অংশের উপর থেকে কমপক্ষে দুই ফোটা পানি বহিয়া যাওয়া। অতএব কেবল ভিজাইয়া দিলে অজু হইবে না। (২) অপরের নাবালেগ বাচ্চার নিকট হইতে পানি লইয়া অজু করা নাজায়েজ । অনেক সময় দেখা যায়, মাদ্রাসার ও মক্তবের আলেমগণ নাবালেগ বাচ্চাদের দ্বারা পানি আনাইয়া অজু করিয়া থাকেন, ইয়া নাজায়েজ। (৩) হাত ধুইবার পূর্বে যদি পানির পাত্রে নোখ অথবা আঙ্গুল ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে অজু করা জায়েজ হইবে না। (৪) আঙ্গুলে নোখ পালিশ লাগাইলে পালিশ উঠাইয়া অজু করিতে হইবে। অন্যথায় অজু হইবে না। (৫) পেশাবের পর যে পানি বাঁচিয়া যায়, উহা দ্বারা অজু করা জায়েজ। উহা ফেলিয়া দেওয়া নাজায়েজ ও গোনাহের কাজ। (৬) অজুর অবশিষ্ট পানি ফেলিয়া দেওয়া হারাম, উহা দাঁড়াইয়া পান করা সওয়াব। (৭) জানাজার নামাজের পর ঐ অজুতে সমস্ত নামাজ পড়া জায়েজ। (৮) মুকীম একদিন এক রাত এবং মুসাফির তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত চামড়ার মোজার উপরে মাসাহ করিতে পারে। মোজা খুলিয়া পা ধুইবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য মোজা পরিধাণ করিবার পূর্বেকার অজুতে পা ধোয়া জরুরী। ওহাবী সম্প্রদায় সূতি ও লাইলোনের মোজার উপর মাসাহ করিয়া থাকে। উহাতে নামাজ হইবে না। (৯) হাঁটু অথবা লজ্জাস্থান খুলিয়া গেলে অজু নষ্ট হইবে না। অসুস্থ চোখ হইতে পানি বাহির হইলে অজু নষ্ট হইয়া যাইবে।

গোসলের বিবরণ

" وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا "

অনুবাদ ঃ যদি তোমাদের গোসল করিবার প্রয়োজন হইয়া যায়, তাহা হইলে খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া যাও।

গোসলের মধ্যে তিনটি ফরজ রহিয়াছে। যথা কুল্লি করা, নাকে পানি দেওয়া ও সমস্ত শরীরে পানি বহাইয়া দেওয়া। অনেক মানুষকে দেখা যায় যে, সামান্য পানি গালে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ফেলিয়া দেয়। যদি ইহাতে গালের ভিররের সামান্য কোন অংশে পানি না পৌঁছায়, তাহা হইলে গোসল হইবে না। অনুরূপ অনেকে সামান্য পানি লইয়া নাকের আগায় ঝাটকা মারিয়া থাকে। যদি ইহাতে নাকের ভিতরের নরম মাস পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়া না যায়, তাহা হইলে গোসল হইবে না । অনুরূপ দেহের মধ্যে সামান্য কোন স্থানে পানি বহিতে বাকী থাকিলে গোসল হইবে না।

স্বামী স্ত্রী সঙ্গম হইলে, স্বপ্নোদোষ হইলে, উত্তেজনার সহিত বীর্য বাহির হইলে, মাসিক শেষ হইয়া গেলে, নিফাস সমাপ্ত হইলে গোসল করা ফরজ।

কয়েকটি জরুরী মসলা

(১) রমজান মাসের রাতে সঙ্গম করিলে অথবা স্বপ্নোদোষ হইলে ফজরের পূর্বে গোসল করিয়া নেওয়া একান্ত উচিৎ। যদি গোসল না করিয়া থাকে, তাহা হইলে রোজার কোন ক্ষতি হইবে না। (২) নাপাক অবস্থায় মসজিদে যাওয়া, তওয়াফ করা, কোরআন শরীফ ধরা অথবা পড়া হারাম। (৩) নাপাক অবস্থায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরূদ শরীফ পড়া, অথবা অন্য কোন দুয়া পড়া জায়েজ। অবশ্য অজু অথবা কুল্লি করিয়া নেওয়া উত্তম। (৪) গোসলের জন্য পানি না পাইলে তায়াম্মুম করিতে হইবে।

তাইয়াম্মুমের বিবরণ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ـ فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ـ

অনুবাদ ঃ সুতরাং যখন তোমরা পানি না পাইবে, তখন পবিত্র মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করিবে এবং ঐ মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ করিবে।

তাইয়াম্মুমের মাধ্যে তিনটি ফরজ রহিয়াছে। যথা, নিয়্যাত করা, দুই হাত মাটিতে মারিয়া সমস্ত মুখে বুলানো, দুই হাত মাটিতে মারিয়া দুই হাতের কুনাই সমেত হাত বুলানো।

তাইয়াম্মুম করিবার নিয়ম ঃ প্রথমে নিয়্যাত করিয়া দুই হাতের আঙ্গুলগুলি পৃথক পৃথক রাখিয়া পবিত্র মাটিতে অথবা ঐ প্রকার কোন জিনিষের উপর হাত মারিয়া সমস্ত মুখে এমন ভাবে বুলাইবে যে, কোন স্থান যেন বাকী না থাকে। অনুরূপ আবার দুই হাত মাটিতে মারিয়া দুই হাত দিয়া দুই হাতের কুনুই সমেত বুলাইতে হইবে।

মসলা ঃ কোন কারণে নামাজের সময় সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে এমতাবস্থায় যদি অজু করিতে যায়, তাহা হইলে নামাজ কাজা হইয়া যাইবে দেখিলে তাইয়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িতে হইবে।

পরে অজু করিয়া পুনরায় নামাজ পড়িয়া নেওয়া জরুরী।

মসলা ঃ যে সমস্ত কারণে অজু ভঙ্গ হইয়া যায়, সেই সমস্ত কারণে তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হইয়া যায়।

মসলা ঃ ছাই দিয়া তাইয়াম্মুম জায়েজ নয়।

তাইয়াম্মুম করিবার নিয়্যাত

"نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى"

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান আতা ইয়াম্মামা তাক্বারু'বান ইলাল্ লাহি তাআলা।

মসলা ঃ অন্তরিক নিয়্যাত ফরজ এবং শব্দগুলি মৌখিক বলিয়া নেওয়া মুস্তাহাব।

আজানের বিবরণ

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ

অনুবাদ ঃ এবং যখন তোমরা নামাজের জন্য আজান দিবে।

মসলা ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের জন্য এবং জুমার নামাজের জন্য আজান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। অন্য সময় আজান দেওয়া মুস্তাহাব। যথা, দাফনের পর কবরের নিকটে আজান দেওয়া, বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করিলে, আগুন লাগিলে, খুব ঝড় বৃষ্টি হইলে ইত্যাদি সময় আজান দেওয়া মুস্তাহাব। (শামী)

মসলাঃ আজানের সময় কথা বলা হারাম। চল্লিশ বৎসরের আমল নষ্ট হইয়া যাইবে। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া)

মসলা ঃ সমস্ত আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থানে খুৎবার আজান মসজিদের ভিতরে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা মকরূহ তাহরিমী। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া) অনুরূপ মসজিদের ভিতরে মাইক রাখিয়া আজান দেওয়ার ব্যাপক প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সুন্নাতের খেলাফ এবং মাকরূহ তাহরিমী।

মসলাঃ সময়ের সামান্য পূর্বে আজান আরম্ভ হইলে আজান হইবে না। আজকাল বহুস্থানে বিশেষ করিয়া ফজরের আজান সময়ের পূর্বে হইয়া যাইতেছে। ইহাতে আজানদাতা বেশি গোনাহ্গার হইবে।

মসলা ঃ মুয়াজ্জিনের কন্ঠস্বর শুনিতে না পাইলে কেবল মাইকের শব্দে আজানের জবাব দেওয়া জরুরী নয়।

মসলা ঃ 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রসুলুল্লাহ' শুনিয়া শ্রোতাগণ –

اَنْتَ قُرَّةُ عَيْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ-

(আন্তা কুররাতু আঁইনী ইয়া রসুলাল্লাহ)

বলিয়া দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবে। ইহা মুস্তাহাব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন – যে ব্যক্তি আজানে আমার নাম শুনিয়া বৃদ্ধ আঙ্গুলদ্বয় চক্ষুতে বুলাইবে কিয়ামতের দিবসে আমি তাহাকে খুঁজিয়া জান্নাতে লইয়া যাইব। (জায়াল হক)

আজান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	-	اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	-	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	-	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	-	حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ
حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ	-	حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	-	لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার্ , আল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার্ , আল্লাহু আকবার
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রসুলুল্লাহ
আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রসুলুল্লাহ
হাইয়া আলাস্ সলাহ্,
হাইয়া আলাস্ সলাহ্
হাইয়া আলাল্ ফালাহ্
হাইয়া আলাল্ ফালাহ্
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ –

ফজরের আজানে 'হাইয়া আলাল্ ফালাহ্' এর পর দুইবার 'আস্ সলাতু খয়রুম্ মিনান্নাউম' বলিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আজানের দুয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ القَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ۔ بِرَحْمَتِکَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হাজিহীদ্ দাওয়াতিত্ তাম্মাতি অস্সলাতিল্ কায়েমাতি আতি সাইয়েদানা মুহাম্মাদানিল্ অসীলাতা অল্ ফাদীলাতা অদ্ দারাজাতার্ রাফীয়াতা অব্ আস্হু মাক্বামাম্ মাহমুদা নিল্লাজী অয়াত্তাহু অরজুক্বনা শাফায়াতাহু ইয়াওমাল্ ক্বিয়ামাতি ইন্নাকা লাতুখ্লিফুল্ মীয়াদ। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

মসলা ঃ হাত উঠাইয়া আজানের দুয়া পাঠ করা মুস্তাহাব। একমাত্র ওহাবী সম্প্রদায় ইহার বিরোধীতা করিয়া থাকে।

মসলা ঃ মাগরিব ছাড়া সমস্ত আজানের পরে এবং তাকবীরের পূর্বে সলাত্' পাঠ করা মুস্তাহাব । (দুর্রে মুখতার) শরীয়তের পরিভাষায় উহাকে 'তাসবীব' বলা হইয়া থাকে।

মসলা ঃ অধিকাংশ মসজিদে জামায়াতের পূর্বে ঘোষণা করা হইয়া থাকে । কিন্তু উহা অপেক্ষা নিম্ন ভাষায় সলাত্ পাঠ করা উত্তম ।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا نُوْرًا مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ۔

بَلَغَ الْعُلَا بِکَمَالِهٖ کَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ۔

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ۔ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ۔

উচ্চারণ ঃ আস্সলাতু অস্সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ, আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ, আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া খয়রা খল্ক্বিল্লাহ্, আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া নূরাম্ মিন্ নূরিল্লাহ, বালাগল্ উলাবি কামালিহী, কাশাফাদ্ দূজা বিজামালিহী, হাসুনাত জামীউ খিসালিহী, সাল্লু আলাইহি অ আলিহী।

নামাজের বিবরণ

নামাজ ইসলামের একটি স্তম্ভ এবং সব চাইতে বড় ইবাদত। প্রত্যেক সুস্থ বালেগ মুসলমান নর-নারীর উপর নামাজ ফরজ। ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করিলে ফাসিক ও গোনাহ্গার হইবে এবং উহার ফরজ হওয়া অস্বীকার করিলে কাফের হইবে। এখন নামাজের প্রস্তুতি নিন ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সানা

سُبْحَانَکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُکَ

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা অবিহাম্দিকা অতাবারা কাস্মুকা অতায়ালা জাদ্দুকা অলা ইলাহা গইরুকা।

তায়াওউজ্ ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতা নির রাজীম।

তাসমিয়া ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লা হির রহমানির রহীম।

রুকুর তাসবিহ্ ঃ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ সুবহানা রব্বিয়্যাল আজীম।

তাসমী ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ ঃ সামী আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্।

তাহমীদ ঃ رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লাকাল্ হাম্দ।

সিজদার তাসবীহ ঃ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی

উচ্চারণ ঃ সুব্হানা রব্বিয়্যাল্ আলা।

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ اَيُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি অস্ সলাওয়াতু অত্তাইয়েবাতু আস্সালামু আলাইকা আইউহান্ নাবীউ অরাহমা তুল্লাহি অবারাকাতুহু। আস্ সালামু আলাইনা অআলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন । আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্দুহু অ রাসুলুহু।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّکَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা অ আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক্ আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা অ আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ্।

দুয়া মাসুরাহ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্তু নাফ্সী জুলমান্ কাসীরাঁউ অলা ইয়াগ্ ফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা ফাগ্ফিরলী মাগ্ফিরাতাম্ মিন্ ইন্দিকা অর্ হাম্নী ইন্নাক আন্তাল্ গাফুরুর্ রাহীম।

সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ-

উচ্চারণঃ আস্ সালামু আলাইকুম অ রাহমা তুল্লাহি।

নামাজের পর দুয়া ও দরূদ

নামাজ শেষ করিয়া কয়েকবার ইস্তেগ্ফার পড়িয়া নিবে। যথা,

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ-

(আস্তাগ্ ফিরুল্লাহা রব্বী মিন কুল্লি জাম্বিঁউ অ আতুবু ইলাইহি)

ইহার পর যে কোন দরূদ শরীফ কমপক্ষে তিনবার পড়িয়া নিবে।

তারপর ফজরের নামাজে - يَا عَزِيْزُ يَا اللّٰهُ

(ইয়া আজীজু ইয়া আল্লাহু)

জোহরের নামাজে - يَا كَرِيْمُ يَا اللّٰهُ

(ইয়া কারীমু ইয়া আল্লাহু)

আসরের নামাজে - يَا جَبَّارُ يَا اللّٰهُ

(ইয়া জাব্বারু ইয়া আল্লাহু)

মাগরিবের নামাজে - يَاسَتَّارُ يَا اللّٰهُ

(ইয়া সাত্তারু ইয়া আল্লাহু)

ঈশার নামাজে - يَا غَفَّارُ يَا اللّٰهُ

(ইয়া গাফ্ফারু ইয়া আল্লাহু)

একশত বার করিয়া পাঠ করিবে। তারপর কমপক্ষে তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া হাত উঠাইয়া দুয়া করিবে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ • رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا • رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا • رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ • وَاعْفُ عَنَّا • وَاغْفِرْلَنَا • وَارْحَمْنَا • اَنْتَ مَوْلٰنَا • فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ • رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ • سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ • وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ •

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ রব্বানা জালাম্না আন্ফুসানা অইল্ লাম্ তাগ্ ফিরলানা অতার্ হাম্না লানাকু নান্না মিনাল্ খাসিরীন। রব্বানা লাতু আখিজ্না ইন্নাসীনা আও আখ্তা'না রব্বানা অলা তাহ্মিল্ আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাজীনা মিন ক্বলিনা রব্বানা অলা তুহাম্মিল্না মালা তাক্বাতা লানাবিহী অ'ফু আন্না অগ্ফির্ লানা অর্হাম্না আনতা মাওলানা ফান্সুর্না আলাল্ ক্বওমিল্ কাফিরীণ। রব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাঁউ অফিল্ আখিরাতি হাসানাতাঁউ অক্বিনা আজাবান্নার । সুব্হানা রব্বিকা রব্বিল্ ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন্ । অ সালামুন আলাল্ মুরসালীন অল্হামদু লিল্লাহী রব্বিল্ আলামীন।

রেজবী মুনাজাত

ইয়া ইলাহী হার্ জগাহ্ তেরী আতাকা সাত্হো,
জাব্ পাড়ে মুশকিল্ শাহে মুশ্কিল্ কোশাকা সাত্হো,
ইয়া ইলাহী ভুল্ জাঁউ নাজা'কী তাক্লীফ্ কো,
শাদিয়ে দীদারে হুস্নে মুস্তফাকা সাত্হো,
ইয়া ইলাহী জাব্ জবানে বাহার্ আয়েঁ পেয়াস সে,
সাহিবে কাওসার শাহে জুদ অ আতাকা সাত্হো,
ইয়া ইলাহী গারমিয়ে মাহ্শার্সে জাব্ ভড়ুকেঁ বদন্
দামানে মাহ্বুব্ কী ঠান্ডী হাওয়াকা সাত্হো,
ইয়া ইলাহী নামায়ে আমল্ জাব্ খুল্নে লাগেঁ
আয়েব্ পুশে খাল্ক সাত্তারে খাতাকা সাত্হো,
ইয়া ইলাহী জাব্ চালুঁ তারিক্ রাহে পুল সিরাত্
আফ্তাবে হাশিমী নূরুল হুদাকা সাত্হো,
ইয়া ইলাহী জাব্ সারে শাম্শীর পার্ চাল্না পাড়ে,

রব্বি সাল্লিম কাহ্নে ওলা গাম্জাদাহ্ কা সাত্হো,
ইয়া ইলাহী জো দুয়ায়েঁ নেক্ হাম্ তুজ্সে কারেঁ,
ক্বুদ্সীউঁকে লাব্সে আমীন্ রব্বানাকা সাত্হো,
ইয়া ইলাহী জাব্ রেজা খাবে গেরাঁসে সার উঠায়ে,
দাওলাতে বেদারে ইশ্কে মুস্তফাকা সাত্হো।

বাংলা মুনাজাত

নামাজ শেষ করিয়া নিজ সময় অনুযায়ী দুয়া, দরূদ, তাস্বীহ্ ইত্যাদি পাঠ করিবার পর খুব বিনয়ীর সহিত দুই হাত তুলিয়া বলিবে – হে আল্লাহ পাক ! আমি যাহা কিছু পড়িয়াছি; উহার সওয়াব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে উপঢৌকন স্বরূপ পৌঁছাইয়া দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসীলায় হজরত আদম আলাইহিস সালাম হইতে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবীগণের দরবারে পৌঁছাইয়া দিন এবং সমস্ত সাহাবায়ে কিরামগণের দরবারে পৌঁছাইয়া দিন । হানিফী, শাফ্য়ী, মালিকী, হাম্বালী মাযাহাবের সমস্ত ইমামগণের দরবারে পৌঁছাইয়া দিন। বিশেষ করিয়া ইমাম আজম আবু হানিফা রাদী আল্লাহু আনহুর দরবারে পৌঁছাইয়া দিন। ক্বাদেরীয়া, চিশ্তীয়া, নক্শাবন্দীয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরীক্বার সমস্ত আওলিয়া কিরামগণের দরবারে পৌঁছাইয়া দিন। বিশেষ করিয়া সরকারে বাগ্দাদ শাহান শাহে তরীকাত হজরত আব্দুল ক্বাদের জিলানী রাদী আল্লাহু আনহুর দরবারে পৌঁছাইয়া দিন। পাক ভারত উপমহাদেশের আওলিয়াগণের দরবারে পৌঁছাইয়া দিন। বিশেষ করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে পৌঁছাইয়া দিন এবং উহাদের সবার অসীলায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমস্ত দুনিয়ায় মুমিন ও মুমিনাতের আরওয়াহ্‌তে পৌঁছাইয়া দিন। বিশেষ করিয়া আমাদের আত্মীয় স্বজন যে যেখানে কবরস্থ হইয়া রহিয়াছেন তাহাদের আরওয়াহতে পৌঁছাইয়া দিন। ইহার পর আরো যাহা কিছু ভাল উদ্দেশ্য রহিয়াছে সে সম্পর্কে কামনা করিবে।

দুয়া কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাইনুকা অনাস্‌তাগ্‌ ফিরুকা অনু মিনু বিকা তাওয়াক্‌ কালু আলাইকা অনুস্‌নী আলাইকাল্‌ অনা খয়রা অ নাস্‌কুরুকা অলা নাক্‌ফুরুকা অনাখ্‌লাউ অনাত্‌রুকু মাইইয়াফ্‌ জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইইয়াকা না'বুদু অলাকা অনুসাল্লি অনাস্‌জুদু অইলাইকা নাস্‌য়া অনাহ্‌ফিদু অনারজু রাহমাতাকা অনাখ্‌শা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল্‌ কুফ্‌ফারী মুল্‌হিক্‌।

নামাজ পরিবার নিয়ম

প্রথমে কিবলার দিকে মুখ করত ঃ দাঁড়াইয়া নিয়্যাত করতঃ দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া নাভির নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধিয়া নিবে। ইহাকে 'তাক্‌বীরে

তাহরীমাহ্‌' বলা হয়। এইবার 'সানা' পাঠ করিবার পর 'তায়াওউজ্‌' ও 'তাসমীয়া' পাঠ করিয়া 'সুরা ফাতিহা' শেষ করিয়া আস্তে 'আমীন' বলিবে। তারপর অন্য কোন সুরাহ পাঠ করিয়া রুকুতে যাইবে। সেখানে রুকুর তাসবীহ কমপক্ষে তিনবার পাঠ করিবার পর 'তাসমী' ও 'তাহমীদ' বলিতে বলিতে সোজা খাড়া হইয়া দাঁড়াইবে। তারপর 'তাক্‌বীর' বলিয়া সিজদায় চলিয়া যাইবে এবং কমপক্ষে সিজদায় 'তাসবীহ' তিনবার বলিবার পর 'তাকবীর' বলিয়া সোজা হইয়া বসিবে। ফের 'তাকবীর' বলিয়া সিজদায় যাইবে। এই দ্বিতীয় সিজদার পর আবার 'তাক্‌বীর' বলিয়া সোজা হইয়া কেবল 'বিসমিল্লাহ শরীফ পড়িয়া সুরাহ ফাতিহা শেষ করিবার পর অন্য একটি সুরা পড়িয়া পূর্বের ন্যায় রুকু ও সিজদা করিবার পর বসিয়া 'তাশাহ্‌হুদ' ও দরূদ শরীফ এবং দুয়া মাসুরাহ্‌ শেষ করিয়া ডান দিকে এবং তারপর বাম দিকে সালাম করিবে। এই পর্যন্ত দুই রাকয়াত নামাজ সমাপ্ত হইল।

নামাজ যদি তিন রাক্‌য়াত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় রাকয়াতে 'তাশহ্‌হুদ' - এর পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কেবল 'সুরা ফাতিহা' পাঠ করত ঃ অথবা 'সুরা ফাতিহা' পাঠ করিবার মত সময় চুপ থাকিয়া ফের রুকু এবং দুই সিজদাহ করিয়া বসিয়া 'তাশাহ্‌হুদ' ও 'দরূদ শরীফ' এবং দুয়া মাসুরাহ' পাঠ করিয়া পর্বের ন্যায় দুই দিকে সালাম করিবে।

যদি নামাজ চার রাকয়াত হয়, তাহা হইলে তৃতীয় রাক্‌য়াতের দ্বিতীয় সিজদার পর সোজা দাঁড়াইয়া তৃতীয় রাক্‌য়াতের ন্যায় কেবল 'সুরা ফাতিহা' পড়িয়া অথবা ঐ পরিমাণ সময় চুপ থাকিয়া রুকু ও দুই সিজদা করিবার পর বসিয়া তাশাহ্‌হুদ দরূদ শরীফ, দুয়া মাসুরাহ পাঠ করতঃ ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম করিবে। চার রাকয়াত পূর্ণ হইয়া গেল এই পর্যন্ত একাকী অথবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমামের জন্য দুই রাকয়াত হইতে চার রাকয়াত পর্যন্ত ফরজ নামাজের নিয়ম বলা হইল। মুক্তাদী কেবল মাত্র প্রথম রাকয়াতে সানা' পাঠ করিয়া চুপ থাকিবে এবং রুকু হইতে উঠিবার সময় কেবল মাত্র 'তাহ্মীদ' বলিবে। ইমামের সুরাহ ফাতিহা ও কিরাত পাঠ করিবার সময় ছাড়া নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত ইমাম যেখানে যাহা পড়িবে, মুক্তাদীরাও সেখানে তাহাই পাঠ করিতে থাকিবে। সুন্নাত ও নফল নামাজের সমস্ত রাকায়াতে সুরা ফাতিহা ও কিরাত পাঠ করিতে হইবে।

মহিলাদের নামাজ

মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমাতে পুরুষদের ন্যায় কান পর্যন্ত হাত উঠাইবে না। অনুরূপ নাভির নিচে হাত বাঁধিবে না। বরং কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলিবে এবং সীনাতে হাত বাঁধিবে। রুকুতে সামান্য নিচু হইবে। রুকুর অবস্থায় পিঠ সোজা করিতে হইবে না। হাঁটু খুব মজবুত করিয়া ধরিতে হইবে না। কেবল হাঁটুতে হাত রাখিয়া দিবে। হাঁটুগুলি একটু কুঁকড়াইয়া রাখিবে। খুব জড়ষড় হইয়া সিজদা করিবে। হাতের বাজুগুলি পাশাড়ীর সহিত মিলিত থাকিবে। অনুরূপ পেট রানের সহিত মিলিত থাকিবে এবং রান পায়ের মাংস পেশীর সহিত ও মাংস পেশী মাটির সহিত মিলিত থাকিবে। 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিবার সময় পুরুষদের ন্যায় পায়ের উপর বসিবে না। বরং দুই পা ডানদিকে বাহির করিয়া দিয়া পাছার উপর বসিবে। একমাত্র নফল নামাজ ছাড়া সমস্ত নামাজ পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও দাঁড়াইয়া পড়িতে হইবে। বিনা কারণে জীবনে যত নামাজ বসিয়া আদায় করিয়াছে সেগুলির জন্য তওবা করিতে হইবে এবং ফরজ ও অয়াজিব নামাজগুলির কাজা পড়িয়া দিতে হইবে।

বিতির নামাজ পড়িবার নিয়ম

বিতির নামাজ অয়াজিব। এই নামাজের প্রত্যেক রাকয়াতে সুরা ফাতিহা ও কিরাত পাঠ করিতে হয়। এই নামাজ তিন রাকয়াত। সর্বাধিক সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আ'জম আবু হানিফা বিতির নামাজ তিন রাক্য়াত অয়াজিব হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ওহাবী সম্প্রদায় উহা এক রাকয়াত পড়িয়া থাকে। ইহা তাহাদের গোমরাহী। ঈশার নামাজের পর বিতিরের নামাজ আদায় করিতে হয়। তৃতীয় রাকয়াতে সুরাহ ফাতিহা এবং কিরাত পাঠ করিবার পর 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া কান পর্যন্ত হাত তুলিয়া পুনরায় নাভির নিচে হাত বাঁধিয়া দুয়া কুনূত পড়িবার পর আবার তাকবীর বলিয়া রুকু সিজদা ইত্যাদি যথা নিয়মে আদায় করিয়া সালাম ফিরাইয়া দিবে। শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সহিত বিতিরের নামাজ পড়া মুস্তাহাব। কোন কারণে বিতির ত্যাগ হইয়া গেলে কাজা পড়িয়া দেওয়া জরুরী। দুয়া কুনুত্ জানা না থাকিলে

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাঁউ অফিল্ আখিরাতি হাসানাতাঁউ অক্বিনা আজাবান্নার' পাঠ করিবে। দুয়া কুনুত্ ইচ্ছা কৃত ত্যাগ করিলে বিতির পুনরায় পড়িতে হইবে। আর যদি ভুল বশতঃ ত্যাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে সিজদাহ সাহু করতি হইবে।

নামাজের ফরজ ও অয়াজিবের বিবরণ

নামাজের কোন একটি ফরজ ত্যাগ হইয়া গেলে নামাজ আদৌ হইবে না। যদি কোন অয়াজিব ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেয়, তাহা হইলে গোনাহ্গার হইবে এবং নামাজ পুনরায় আদায় করিতে হইবে। আর ভুল বশতঃ ত্যাগ হইয়া গেলে সিজদায় সাহু করিতে হইবে।

নামাজের ফরজ সাতটি যথা ঃ- (১) তাকবীরে তাহরীমা, (২) ক্বিয়াম, (৩) ক্বিরাত, (৪) রুকু , (৫) সাজদাহ, (৬) শেষ বৈঠক , (৭) নামাজ ভঙ্গ করা।

নামাজের অয়াজিব অনেকগুলি রহিয়াছে। যথা , (১) 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া তাকবীর তাহরীমা বাঁধা, (২) সুরাহ ফাতিহা পাঠ করা, (৩) ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকয়াতে এবং সুন্নাত নফল ও বিতিরের প্রত্যেক রাকয়াতে সুরাহ ফাতিহার পর অন্য সুরাহ অথবা কমপক্ষে তিনটি ছোট আয়াত মিলানো , (৪) ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকয়াতে কিরাত পাঠ করা, (৫) প্রত্যেক সুরার পূর্বে 'ফাতিহা' পাঠ করা, (৬) প্রত্যেক রাকয়াতে সুরার পূর্বে 'সুরাহ ফাতিহা একবার পাঠ করা, (৭) আল্ হামদু এবং সুরার মাঝখানে 'আমীন' এবং বিস্মিল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু পাঠ না করা, (৮) ক্বিরাত শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে যাওয়া , (৯) সিজদার অবস্থায় দুই পায়ের তিনটি করিয়া আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগিয়া থাকা, (১০) রুকু , সিজদাহ ইত্যাদি খুব ধীরস্থির ভাবে আদায় করা, (১১) দুই সিজদার মাঝে সোজা হইয়া বসা, (১২) রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া। (১৩) সমস্ত নামাজের প্রথম বৈঠক এবং সম্পূর্ণ তাশাহ্হুদ পাঠ করা, (১৪) যখন ইমাম ক্বিরাত পড়িবে চাই জোরে অথবা আস্তে ঐ সময়ে মুক্তাদীর চুপ থাকা, (১৫) ক্বিরাত ছাড়া সমস্ত অয়াজিব পালনে ইমামের অনুসরণ করা ইত্যাদি।

নামাজের নিয়্যাত

নামাজের জন্য আন্তরিক নিয়্যাত করা ফরজ। যদি আন্তরিক নিয়্যাত না থাকে, তাহা হইলে নামাজ হইবে না। মৌখিক নিয়্যাত করা মুস্তাহাব। নিজ ভাষায় নিয়্যাত করিলেও জায়েজ হইবে। যথা, আমি নিয়্যাত করিয়াছি দুই রাকয়াত ফজরের সুন্নাত নামাজের , আল্লাহ তাআলার জন্য, রসুলুল্লাহর সুন্নাত, আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার। এখন সমস্ত নামাজের আরবী নিয়্যাত লেখা হইতেছে। যদি অন্য কিতাবের সহিত কোন শব্দের পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই নাই।

ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্য়াতাই সলাতিল্ ফাজ্রি সুন্নাতি রসুল্লিলাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

ফজরের দুই রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্য়াতাই সলাতিল্ ফাজ্রি ফার্দিল্লাহী তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জোহরের চার রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আর্‌বায়া রাক্‌য়াতি সলাতিজ্ জোহরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহী তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

জোহরের চার রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আর্‌বায়া রাক্‌য়াতি সলাতিজ্ জোহ্‌রি ফার্‌দিল্লাহী তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

জোহরের দুই রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্‌য়াতাই সলাতিজ্ জোহ্‌রি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

আসরের চার রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আর্‌বায়া রাক্‌য়াতি সলাতিল্ আস্‌রি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

আসরের চার রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আর্‌বায়া রাক্‌য়াতি সলাতিল্ আস্‌রি ফারদিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

মাগরিবের তিন রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা সালাসা রাক্‌য়াতি সলাতিল্ মাগ্‌রিবি ফারদিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাগরিবের দুই রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্য়াতি সলাতিল্ মাগ্রিবি ফারদিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

ঈশার চার রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আর্বায়া রাক্য়াতি সলাতিল্ ঈশাই সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

ঈশার চার রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আর্বায়া রাক্য়াতি সলাতিল্ ঈশায়ী ফার্দিল্লহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

ঈশার দুই রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্য়াতাই সলাতিল্ ঈশায়ী সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

তিন রাকয়াত বিতিরের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা সালাসা রাক্য়াতি সলাতিল্ বিত্রি অয়াজিবিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

নফল নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্য়াতাই সলাতিন্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজের সংখ্যা

ফজরের নামাজ চার রাকয়াত প্রথমে দুই রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তারপর দুই রাকয়াত ফরজ। জোহরের নামাজ দশ রাকয়াত। প্রথমে চার রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তারপর চার রাকয়াত ফরজ। তারপর দুই রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। শেষে দুই রাকয়াত নফল অনেকেই পড়িয়া থাকে। আসরের নামাজ আট রাকয়াত। প্রথমে চার রাকয়াত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্। তারপর চার রাকয়াত ফরজ। মাগরিবের নামাজ পাঁচ রাকয়াত। প্রথমে তিন রাকয়াত ফরজ। তারপর দুই রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। লোকে শেষে দুই রাকয়াত নফল পড়িয়া থাকে। ঈশার নামাজ তের রাকয়াত। প্রথমে চার রাকয়াত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা। তারপর চার রাকয়াত ফরজ। তারপর দুই রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তারপর তিন রাকয়াত বিতির। অনেকেই বিতিরের আগে ও পরে দুই রাকয়াত নফল পড়িয়া থাকে। সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ নামাজগুলি না পড়িলে কোন দোষ নাই।

মাজহাব সম্পর্কে আলোচনা

কোরআন্ ও হাদীস হইতে সরাসরি মসলা সংগ্রহ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র মুজতাহিদ – ইমামগণের পক্ষে এই কাজ সম্ভব। ইসলামের মধ্যে চারজন ইমাম স্বয়ং সম্পন্ন। এই চারজন ইমামের মতামতকে মাজহাব বলা হইয়া থাকে। যথা, হানিফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বলী। এই চারজন ইমামের মধ্যে কোন একজনের অনুসরণ করিয়া কোরআন ও হাদীসের মসলা পালন করা অয়াজিব। চার মাজহাবের সমষ্টিকে

আহলে সুন্নাত বলা হয়। যাহারা এই চার মাজহাবের বাহিরে চলিবে, তাহারা গোমরাহ ও জাহান্নামী। (তাহতাবী সংগৃহিত ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খঃ ৫ পৃষ্ঠা ১৩৭) হানিফী মাজহাব সব চাইতে কোরআন ও হাদীসের কাছাকাছি। কারণ ইমাম আবু হানীফা ৭০ অথবা ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। (জামেউল উসুল, বাশীরুল ক্বারী শারহে বোখারী ৬৫ পৃঃ) কয়েকজন সাহাবার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার যুগে ১৮ জন সাহাবা জীবিত ছিলেন। (শামী খঃ ১ পৃঃ ৬৪) পাক ভারত উপমহাদেশে একমাত্র হানিফী মাজহাব ছাড়া অন্য কোন মাজহাব নাই। অবশ্য অল্প সংখ্যক শাফয়ী রহিয়াছে কেরালায়। ওহাবী সম্প্রদায় চার মাজহাবের বাহিরে। উহারা চার মাজহাবের কোন একটিকে অনুসরণ করিয়া চলা শির্ক বলিয়া থাকে। যেমন 'ফিকহে মুহাম্মাদী' কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় চার মাজহাবের মানুষকে মুশরিক বলা হইয়াছে। বর্তমানে উপমহাদেশের ওহাবীরা ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হানিফীদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। যথা দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দলগুলি নিঃসন্দেহে ওহাবী। কিন্তু উহারা অনেক ক্ষেত্রে হানিফী মাজহাবের আড়ালে থাকিয়া যায়। এই কারণে অনেক সময় ধরা কঠিন হইয়া পড়ে। এখন হাদীসের আলোকে হানিফী মাজহাবের কয়েকটি মসলা দেখানো হইতেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বাঁধিবার সময় পুরুষদিগের জন্য কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত। ওহাবী সম্প্রদায় মহিলাদের ন্যায় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া থাকে। দেওবন্দী আলেম ও তালিবুল ইল্মদের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে, উহারা অধিকাংশই কান পর্যন্ত হাত উঠায় না।

ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম তাহাবী মালিক বিন হুয়াইরিস্ হইতে বর্ণনা করিয়াছে –

" كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى اُذُنَيْهِ "

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন তাকবীর বলিতেন তখন কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেন।

ইমাম আহমাদ বারা বিন আজিব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

" كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَ اِبْهَا مَاهُ حِذَاءَ اُذُنَيْهِ "

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামাজ পড়িতেন, তখন দুই হাত এমন ভাবে উঠাইতেন যে, তাঁহার দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল কানের সমান হইয়া যাইত। অনুরূপ ইমাম আবু হানিফা হজরত অয়েল বিন হাজার হইতে বর্ণনা করিয়াছে।

নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত

পুরুষদের জন্য নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত। ইবনো আবী শাইবা নিজ মুসনাদের মধ্যে হজরত অয়েল বিন হাজার

হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

" رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ "

অর্থাৎ আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছি – তিনি নাভীর নিচে তাঁহার বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়াছিলেন।

ইমাম মোহাম্মাদ কিতাবুল আসারের মধ্যে হজরত ইব্রাহীম নাখ্‌য়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

" اِنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِيْهِ الْيُسْرٰى تَحْتَ السُّرَّةِ "

অর্থাৎ "তিনি নাভীর নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিতেন।" অনুরূপ হজরত আলী রাদী আল্লাহু হইতে বর্ণিত হাদীসে উহা সুন্নাত বলা হইয়াছে।

ইমামের পশ্চাতে সুরাহ ফাতিহা পড়া নাজায়েজ

ইমামের পশ্চাতে সুরাহ ফাতিহা পাঠ করা কোরয়ান ও হাদীসের খেলাফ। ওহাবী সম্প্রদায় ইমামের পিছনে সুরাহ ফাতিহা পাঠ করা জরুরী বলিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোরয়ান পাকে ইমামের পিছনে কিরাতের সময়ে চুপ থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা ঃ-

" وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ '

অর্থাৎ ঃ যখন কোরআন পড়া হইবে, তখন মনযোগ দিয়া শুনিবে এবং চুপ থাকিবে - তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন –

"وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِيْ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ اِلٰى قِرَاتِهٖ وَانْصِتُوْا لِقِرَأَتِهٖ" -

অর্থাৎ যখন ফরজ নামাজে কোরআন পড়া হইবে, তখন উহার তিলাওয়াত শুনিবে এবং যতক্ষন পড়া হইবে চুপ থাকিবে।

ইমাম তাহাবী হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

"اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَأَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ" -

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন – যাহার ইমাম রহিয়াছে, ইমামের কিরাত তাহার জন্য যথেষ্ট ।

ইমাম দারু কুতনী হজরত শাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন

"اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاقِرَأَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ" -

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন ইমামের পশ্চাতে ক্বিরাত পড়া জায়েজ নয়।

ওহাবী সম্প্রদায় বোখারী শরীফের একটি হাদীস দেখাইয়া হানিফীদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে যে,

"لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুরাহ ফাতিহা পড়ে নাই, তাহার নামাজ হয় নাই। যদি এই হাদীস হইতে মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতিহা

পড়া জরুরী বলা হয়, তাহা হইলে কোরআনের আয়াত ও হাদীসকে অগ্রাহ্য করা হইবে। কারণ, কোরআন পাকে ইমামের পশ্চাতে চুপ থাকিতে বলা হইয়াছে। অনুরূপ হাদীসে ইমামের পিছনে কিরাত নাজায়েজ বলা হইয়াছে। বরং বোখারীর হাদীসের সঠিক অর্থ ইহাই যে, প্রত্যেক নামাজের মধ্যে ফাতিহা থাকা জরুরী অথবা একাকী নামাজ পড়িলে ফাতিহা পড়া জরুরী ।

'আমীন' আস্তে বলিতে হইবে

প্রত্যেক নামাজীকে প্রত্যেক নামাজে আস্তে আস্তে 'আমীন' বলিতে হইবে। ওহাবী সম্প্রদায় প্রকাশ্য নামাজে ইমাম ও মুক্তাদী উচ্চ শব্দে আমীন বলিয়া থাকে। পক্ষান্তরে উহা কোরআন, হাদীসের খেলাফ। যথা কোরআনী নির্দেশ –

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

অর্থাৎ "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট বিনয়ীর সহিত এবং আস্তে দুয়া প্রার্থনা কর।" – আমীন একটি দুয়া । অতএব, খোদার নির্দেশ অনুযায়ী উহা আস্তে হওয়া উচিৎ। ইমাম বোখারী , ইমাম মোসলেম, ইমাম আহমাদ হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থাৎ ঃ "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন – যখন ইমাম আমীন বলিবে, তখন তোমরা আমীন বলিবে। কারণ, যাহার আমীন বলা ফিরিশ্‌তাদের আমীনের মত হইবে তাহার পূর্বেকার পাপ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ অয়েল বিন হাজার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

عَنْ وَائِلِ ابْنِ حَجَرٍ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَاَخْفٰى بِهَا صَوْتَهُ .

অনুবাদ ঃ হজরত অয়েল বিন হাজার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত নামাজ পড়িয়াছেন। যখন তিনি 'গয়রিল্ মাগদুবি আলাইহিম অলাদ্ দাল্লিন' এর উপর পৌঁছিয়াছেন, তখন তিনি 'আমীন' বলিয়াছেন এবং 'আমীন' এর আওয়াজ খুব আস্তে করিয়াছেন।

এই প্রকার অর্থ বহনকারী হাদীস আরো বহু রহিয়াছে। খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ওহাবী সম্প্রদায় বোখারী বোখারী করিয়া চিৎকার করিয়া থাকে। কিন্তু যখন বোখারীর হাদীস উহাদের বিপরীত হইয়া যায় তখন বোখারীর কথা ভুলিয়া যায়।

রাফ্য়ে ইয়াদাইন করা নিষেধ

হানিফীদিগের নিকটে রুকুতে যাইবার সময় এবং রুকু হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠানো সুন্নাতের খেলাফ। আমাদের দেশে ওহাবী সম্প্রদায় উহা করিয়া থাকে। আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী হজরত আল্কামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّى بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرِ الْاِفْتِتَاحِ-

অনুবাদ ঃ একদা হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদীয়াল্লাহু আনহু আমাদের বলিয়াছেন – আমি তোমাদের সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামাজ পড়িব না ? সুতরাং তিনি নামাজ পড়িয়াছেন। ঐ নামাজে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর হাত উঠান নাই। এই প্রকার আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। কেবল নমুনা স্বরূপ একটি পেশ করা হইল।

বিতির তিন রাকয়াত অয়াজিব

বিতিরের নামাজ তিন রাকয়াত । আরামপ্রিয় ওহাবী সম্প্রদায় মাত্র এক রাকয়াত পড়িয়া থাকে এবং উহা সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ বলিয়া থাকে। ইমাম আবু হানিফার নিকটে উহা অয়াজিব । বাজ্জার হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ-

অনুবাদ ঃ "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন – বিতির প্রত্যেক মুসলমানের উপর অয়াজিব।"

ইমাম তাহাবী ,নাসায়ী হজরত আয়শা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তিন রাকয়াত বিতির পড়িতেন এবং শেষে সালাম ফিরাইতেন।

ইমাম বায়হাকী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلٰثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ۔

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন – রাতের বিতির তিন রাকয়াত যেমন দিনের বিতির মাগরিবের নামাজ।

এই প্রকার অর্থ বহনকারী আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। এখানে কেবল নমূনা স্বরূপ দুই একটি করিয়া হাদীস পেশ করা হইল। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হানিফী মাজহাবের উপর চলিবার তৌফিক দান করেন।

জামায়াতের বিবরণ

পুরুষদের জন্য জামায়াতের সহিত নামাজ পড়া অয়াজিব। যাহারা বিনা কারণে জামায়াত ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারা ফাসেক ও গোনাহ্গার। (শামী) মহিলাদের জন্য জামায়াত অয়াজিব নয়। বরং পুরুষদের জামায়াতে অংশগ্রহণ করা নাজায়েজ। (দুর্রে মুখতার) জামায়াত ত্যাগ করিবার অনেক কারণ রহিয়াছে। যথা (১) মসজিদে যাইবার শক্তি না থাকা, (২) মুষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ, (৩) প্রচন্ড ঝড়, তুফান, (৪) পেশাব ও পায়খানার চরম বেগ, (৫) দৃষ্টিশক্তিহীন ইত্যাদি কারণে জামায়াত ত্যাগ করিলে গোনাহ্

হইবে না। ইমাম যদি ফাসেকে মু'লিন হয়, তাহা হইলে জামায়াত ত্যাগ করা অয়াজিব। ফাসেকের পশ্চাতে নামাজ মাকরূহ তাহরিমী। ফাসেক মু'লিন যথা, জেনাকার, মদ্যপায়ী, দাড়িকে ছাঁটিয়া বা কাটিয়া এক মুষ্টির কম রাখা ইত্যাদি। রাফিজী, খারিজী ইত্যাদি গোমরাহ দলের পশ্চাতে নামাজ পড়া হারাম। অনুরূপ ওহাবী দেওবন্দী ও জামায়াতে ইসলামী, তাবলিগী জামায়াত প্রভৃতি গোমরাহ ফিরকার পশ্চাতে নামাজ পড়া হারাম। কারণ, উহাদের গোমরাহী কুফরী পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। ওহাবীদের কতিপয় কুফরী ধারণা , যথা (১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরে স্বশরীরে জীবিত নাই (২) তাঁহার রওজা পাক জিয়ারত করিতে যাওয়া হারাম ও ব্যাভিচারের পর্যায় গোনাহ (৩) তিনি শাফায়াত করিতে পারিবেন না (৪) তাঁহার অসীলা দিয়া দুয়া চাওয়া জায়েজ নয় (৫) হানিফী , শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বালী মাজহাবের মানুষেরা মুশরিক, (৬) নবীর প্রতি মীলাদ শরীফ করা, দরূদ ও সালাম পাঠ করা হারাম, (৭) যাহারা ওহাবীদের অনুসরণ করিবে না, তাহারা মুসলমান নয় ইত্যাদি। (সংগৃহীত আশ্‌শিহারুস্ সাকিব, ফিকহে মুহাম্মাদী)

দেওবন্দীদের কতিপয় কুফরী ধারণা । যথা – (১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পর যদি কোন নবী পয়দা হয়, তাহা হইলে তাঁহার শেষত্বে কোন পার্থক্য হইবে না (২) শয়তানের ইল্ম অপেক্ষা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইলম বেশি ছিল বলা শির্ক (৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যে পরিমাণ ইলমে গায়েব ছিল সেই পরিমাণ ইল্মে গায়েব জীব জানোয়ারেরও রহিয়াছে ইত্যাদি । (তাহজীরুন্নাস, বারাহীনে ক্বাতিয়া, হিফজুল ঈমান)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে বদ্ মাজহাব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বদ মাজহাবদের সম্পর্কে বলিয়াছেন

"اِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ وَاِنْ لَقِيْتُمُوْهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُجَالِسُوْهُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوْهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوْهُمْ وَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ۔

অনুবাদ ঃ যদি তাহারা অসুস্থ হয়, দেখিতে যাইবে না। যদি তাহারা মরিয়া যায়, জানাজায় শরীক হইবে না। যদি তাহাদের সহিত সাক্ষাত হয়, সালাম দিবে না। তাহাদের সহিত বসিবে না এবং তাহাদের সহিত পানাহার করিবে না। তাহাদের সহিত বিবাহ বন্ধন করিবে না। তাহাদের জানাজা পড়িবে না। তাহাদের সহিত নামাজ পড়িবে না । (মুসলিম)

জুময়ার বিবরণ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۔ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ হে ঈমানদার গন! যখন জুময়ার দিন নামাজের জন্য আজান দেওয়া হইবে, তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে দ্রুত ধাবিত হও এবং ব্যবসা ত্যাগ করিয়া দাও। উহা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে।

মসলাঃ- জুময়ার নামাজ ফরজ। জোহর অপেক্ষা জুময়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। জুময়া অস্বীকারকারী কাফের। (দূর্রে মুখতার)

মসলা ঃ জুময়ার নামাজের পূর্বে আরবী ভাষায় খুতবাহ পাঠ করিতে হইবে। অন্য ভাষায় খুতবাহ পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ – (বাহারে শরীয়ত)।

মসলা ঃ খুতবার আজানের উত্তর দেওয়া জায়েজ নয়। (দূর্রে মুখতার) খুতবার আজানে রসুলুল্লাহর পবিত্র নাম শুনিয়া চুম্বন না দেওয়াই উত্তম। – (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

মসলা ঃ জুময়ার জন্য ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিনজন পুরুষ হওয়া শর্ত। যেহেতু গ্রামে জুময়া জায়েজ নয়, সেহেতু গ্রামে জুময়ার নামাজের পর চার রাকয়াত জোহরের ফরজ পড়িয়া নেওয়া জরুরী। – (বাহারে শরীয়ত) আমাদের দেশের মানুষ এই চার রাকয়াত নামাজ আখিরুজ্ জোহর নামে আদায় করিয়া থাকে।

জুময়ার নামাজের বিবরণ

প্রথমে দুই রাকয়াত তাহিয়্যাতুল্ অজু ,তারপর দুই রাকয়াত দাখুলুল মসজিদ, তারপর চার রাকয়াত কাবলাল জুময়া, তারপর দুই রাকয়াত জুময়ার ফরজ, তারপর চার রাকয়াত বা'দাল জুমা, তারপর দুই রাকয়াত সুন্নাতুল ওয়াক্ত। তাহিয়্যাতুল অজু ও দাখুলুল মসজিদ সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ। এই নামাজগুলি যে কোন দিন পড়িতে পারা যায়।

তাহিয়্যাতুল অজুর নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوَضُوْءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাক্‌য়াতাই সলাতি তাহিয়াতিল্ অজুয়ে সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

দাখুলুল মসজিদের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্‌য়াতাই সলাতি দাখুলুল্ মাসজিদি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

কাবলাল জুময়ার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবায়া রাক্‌য়াতি সলাতি কাব্‌লাল্ জুমায়াতি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

জুময়ার নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা

রাক্‌য়াতাই সলাতিল্ জুম্‌য়াতি ফার্‌দিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

বা'দুল জুময়ার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবায়া রাকায়াতিন সলাতি বাদাল জুম্‌য়াতি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

সুন্নাতুল অয়াক্তের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةِ الْوَقْتِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্‌য়াতাই সলাতি সুন্নাতিল্ অয়াক্তে সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তী

যেহেতু গ্রামে জুময়া নাজায়েজ হওয়া সত্বেও বঙ্গদেশের সর্বত্রে জুময়া চালু হইয়া রহিয়াছে, সেহেতু উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলে গোমরাহী চলিয়া আসিবে। এই কারণে জুময়ার পর চার রাকয়াত 'আখিরুজ্ জোহর' বলিয়া নিয়্যাত না করিয়া সরাসরি

pdf By Syed Mostafa Sakib

জোহর বলিয়া নিয়্যাত করিবে।

জুম্‌য়ার প্রথম খুতবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ - هُوَ الَّذِىْ مَالِكُ يَوْمِ الدِّيْنِ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَالطَّاهِرِيْنَ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ شَادُوْا الدِّيْنِ - وَبَذَلُوْا اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ لِاِعْلَاءِ الدِّيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمَعْبُوْدُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَحْبُوْبُ - اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ الْكَلَامِ الْمُبِيْنِ فِىْ شَانِ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - قَدْ جَآئَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ - وَفِىْ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ ؟ قَالَ : يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ - لَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّلَا قَلَمٌ وَّلَا جَنَّةٌ وَّلَا نَارٌ وَّلَا مَلَكٌ وَّلَا سَمَاءٌ وَّالْاَرْضٌ وَّلَا شَمْسٌ وَّلَا قَمَرٌ وَّلَا اِنْسٌ وَّلَا جِنٌّ - فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ

تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِىْ اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِى الْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِىْ الْمَلَائِكَةَ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ السَّمٰوٰتِ وَمِنَ الثَّانِىْ الْاَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِىْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِىَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَيُّهَا الْاِخْوَانُ ! مَا الْفَائِدَةُ فِىْ السِّمَاعِ بِلْ تَدَبَّرُوْا وَتَفَكَّرُوْا وَاعْمَلُوْا صَالِحًا -

জুম্‌য়ার দ্বিতীয় খুতবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ - هُوَالَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ - وَلِهِدَايَتِنَا اَرْسَلَ رُسُلًا كَثِيْرِيْنَ - وَجَعَلَنَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمُ - وَاَمَرَنَا اَنْ نُصَلِّىَ وَنُسَلِّمَ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمُ - اَسْمَعُ صَلٰوةَ اَهْلِ مُحَبَّتِىْ وَاَعْرِفُهُمْ وَتُعْرَضُ عَلَىَّ صَلٰوةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِيًا بُلِّغْتُهُ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَلَيْلَةِ جُمُعَةٍ مَرَّةً مِائَةَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَضَى اللّٰهُ لَهٗ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْ حَوَائِجِ الْاٰخِرَةِ وَثَلَاثِيْنَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ قَائِمٌ عَلٰى قَبْرِىْ فَمَا مِنْ اَحَدٍ يُصَلِّىْ عَلَىَّ صَلٰوةً اِلَّا اَبْلَغَنِيْهَا - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوْا عَلَىَّ وَسَلِّمُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَسَيُبَلَّغُنِىْ سَلَامَكُمْ وَصَلَاتُكُمْ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ خُصُوْصًا عَلٰى خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَلٰى فَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ - رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ - وَاعْفُ عَنَّا - وَاغْفِرْلَنَا - وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ - اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

প্রথম খুতবার অনুবাদ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সমস্ত জগতের প্রতি পালক। যিনি কিয়ামতের দিবসের অধিপতি। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হউক রসুলদিগের সর্দার নবীদিগের সমাপ্তকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি এবং আরো দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হউক তাঁহার পাক পবিত্র বংশধরগণের প্রতি এবং তাঁহার সেই সমস্ত সাহাবাগণের প্রতি, যাঁহারা দ্বীনকে সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং দ্বীনের প্রচারের জন্য নিজেদের ধনপ্রাণকে ব্যয় করিয়াছেন। আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তিনি একাকী, তাহার কোন অংশীদার নাই। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, মোহাম্মাদ সাল্লল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহার রসূল এবং প্রিয় বান্দা। ইহার পর অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তাহার বুজর্গ রসুলের সম্পর্কে কোরআন পাকের মধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন – নিশ্চয় তোমাদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব আসিয়াছে। এবং হাদীস শরীফে হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আন্সারী হইতে বর্ণিত হইয়াছে – তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিয়াছি ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ করিলাম। আপনি বলুন, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম কোন জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন ? হুজুর বলিলেন - হে জাবির, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম তোমার নবী মোহাম্মাদ সাল্লল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নূর হইতে । সেই নূর আল্লাহ্র ইচ্ছমত ঘুরিতে লাগিল। সেই সময় লওহ্ ও কলম ছিল না, জান্নাত ও জাহান্নাম ছিল না, ফিরিশ্তা ছিল না, আসমান ও জমীন ছিল না, সূর্য্য ও চন্দ্র ছিল না, মানব ও দানব ছিল না। যখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করিবার ইচ্ছ করিয়াছেন, তখন উক্ত নূরকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ হইতে কলম, দ্বিতীয় অংশ হইতে লওহ্ , তৃতীয় অংশ হইতে আরশ সৃষ্টি করিলেন, পুনরায় চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অতঃপর প্রথম অংশ হইতে আরশ্‌বাহী ফিরিশ্‌তা, দ্বিতীয় অংশ হইতে কুরসী, তৃতীয় অংশ হইতে বাকী ফিরিশ্‌তাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ হইতে আসমান সমূহ, দ্বিতীয় অংশ হইতে জমীন সমূহ, তৃতীয় অংশ হইতে জান্নাত জাহান্নামকে সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রথম অংশ হইতে মুমিনদিগের চোখের নূরকে, দ্বিতীয় অংশ হইতে তাহাদের অন্তরের নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা হইল আল্লাহ তায়ালার মারেফাত এবং তৃতীয় অংশ হইতে উহাদের মুহাব্বাতের নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা হইল তৌহীদ – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। ভাইয়েরা, শোনাতে কোন উপকার নাই। বরং খুব গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং সৎ আমল করুন।

দ্বিতীয় খুতবার অনুবাদ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার , যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক যিনি মানুষকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাদের হিদায়েতের জন্য বহু রসুল প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে মুহাম্মাদ সাল্লল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মাৎ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদের আদেশ করিয়াছেন সেই সত্বার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করিতে, যিনি ঐ সময় নবী ছিলেন, যখন হজরত আদম আলাইহিস সালাম পানি ও মাটির মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় ছিলেন।

হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন – আমি প্রেমিকের দরূদ নিজ কানে শুনিয়া থাকি এবং তাহাকে চিনিতে পারি এবং অন্যদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হইয়া থাকে। হুজুর পাক আরো বলিয়াছেন - যে আমার কবরের নিকট দরূদ পড়িয়া থাকে আমি উহা শুনিয়া থাকি এবং যে দূর হইতে পড়িয়া থাকে উহা আমার নিকটে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলিয়াছেন – যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুময়ার দিন অথবা রাতে এক শত বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার একশটি প্রয়োজন সমাধান করিয়া দিবেন। ৭০ টি আখেরাতে এবং ৩০ টি দুনিয়াতে। হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলিয়াছেন – আমার কবরে আল্লাহর একজন ফিরিশ্‌তা রহিয়াছেন। যিনি সমস্ত সৃষ্টির শব্দ শুনিতে সক্ষম। যখন কেহ আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিয়া থাকে, তখন উক্ত ফিরিশ্‌তা আমার নিকটে পৌঁছিয়া দিয়া থাকেন । হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলিয়াছেন– তোমরা যেখানে থাকো, আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করিবে। তোমাদের সালাম ও দরূদ আমার নিকটে পৌঁছানো হইয়া থাকে। হে আল্লাহ পাক, মোহাম্মাদ সাল্লল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি এবং তাঁহার বংশধর. সাহাবাগণের প্রতি, বিশেষ করিয়া খুলাফায়ে রাশীদ্বীনগণের প্রতি এবং ফাতিমা জোহরা হজরত হাসান ও হুসাইন রাদীয়াল্লাহু আনহুমের প্রতি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করিয়া দিন। হে খোদা ! আমাদের ভুল ত্রুটি ধরিবেন না। হে আমাদের খোদা, আমাদের উপরে বোঝা চাপাইবেন না। যেমন আমাদের পূর্ববর্ত্তীগণের উপর চাপাইয়াছিলেন। হে আমাদের খোদা, আমাদের শক্তির বাহিরে কিছু চাপাইয়া দিবেন না। আমাদের মাফ করিয়া দিন, আমাদের ক্ষমা করিয়া দিন, আমাদের প্রতি

pdf By Syed Mostafa Sakib

দয়া করিবেন। আপনি আমাদের প্রতিপালক, কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করিবেন, কবুল করিবেন হে জগতের প্রতিপালক।

তারাবীহ নামাজের বিবরণ

ইমাম বায়হাকী হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ-

অনুবাদ - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম রমজান মাসে বিতির ছাড়া কুড়ি রাকয়াত পড়িতেন।

ইমাম বায়হাকী হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ فِىْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ-

অনুবাদ ঃ আমরা হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুর যুগে কুড়ি রাকয়াত এবং বিতির পড়িতাম।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রতি কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা । ওহাবী সম্প্রদায় আট রাকয়াত পড়িয়া থাকে। বর্তমানে জামায়তে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত বিভিন্ন স্থানে আট রাকয়াত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। উহাদের পশ্চাতে মূলতঃ নামাজ হইবে না। মসলা ঃ ঈশার নামাজ জামায়াতে না পড়িলে তারাবীর পর বিতির একা পড়িতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

তারাবীহ নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَابِيْحِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্য়াতাই সলাতিত্ তারাবীহ সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

তারাবীহের দুয়া

سُبْحَانَ ذِى الْمَلَكِ وَالْمَلَكُوْتِ - سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ - سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ সুবহানা জিল্ মুল্কি অল্ মালাকুতি সুবহানা জিল্ ইজ্জাতি অল্ আজমাতি অল্ হইবাতি অল্ কুদ্রাতী অল্ কিবরি ইয়াই অল্ জাবারুতি সুবহানাল্ মালিকিল্ হাই ইল্লাজী লা ইয়ানামু অলা ইয়ামুতু সুব্বুহুন্ কুদ্দুসুন্ রব্বুনা অ রব্বুল মালা ইকাতি অররুহি। আল্লাহুম্মা আজির্না মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরাহমাতিকা ইয়া আর্ হামার্ রাহিমীন্।

সাধারণত ঃ উপরের দুয়াটি পড়া হইয়া থাকে। যদি অন্য দুয়া দরূদ পড়া হয়, তাহা জায়েজ হইবে। অনুরূপ মিম্নের মুনাজাতটি করা হইয়া থাকে। অন্য মুনাজাত করিলে দোষ নাই।

তারাবীহ নামাজের মুনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُکَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِکَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِکَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمٰنُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِکَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্ আলুকাল্ জান্নাতা অনাউ জুবিকা মিনান্নারি ইয়া খালিকাল্ জান্নাতি অন্নারি বিরাহ্মাতিকা ইয়া আজীজু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া রাহমানু ইয়া খালিকু ইয়া বারু। আল্লাহুম্মা আরিজ্না মিনান্নারি ইয়া মূজীরু ই মূজীরু ইয়া মূজীরু বিরহমাতিক ইয়া আর্হামার রাহিমীন্ ।

ঈদের নামাজ পড়িবার নিয়ম

কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া তাহরীমাহ্ বাঁধিবার পর 'সানা' পাঠ করিবে। তারপর কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত সোজা ছাড়িয়া দিবে। আবার কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। আবার কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত বাঁধিয়া নিবে। চতুর্থ তাকবীরের পর ইমাম আস্তে আউজুবিল্লাহ , বিসমিল্লাহ পড়িবার পর উচ্চস্বরে সুরা ফাতিহা এবং অন্য কোন সুরাহ পড়িয়া রুকু ও সিজদা করিবার পর দ্বিতীয় রাকয়াতে প্রথমে সুরা ফাতিহা তারপর একটি সুরাহ পড়িয়া পর পর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া প্রত্যেক বারে 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে এবং চতুর্থ বারে হাত না উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া রুকুতে যাইবে এবং সিজদা ইত্যাদি করিয়া নামাজ সমাপ্ত করিয়া দিবে।

ঈদুল ফিতিরের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবায়া রাক্য়াতি সালাতি ঈদিল্ ফিতরি মায়া সিত্তি তাকাবীরাতিন্ ওয়াবি বিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈদুল আজহার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্য়াতাই সালাতি ঈদিল্ আজ্হা মায়া সিত্তি তাকাবীরাতিন্ ওয়াবি বিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্বার্।

মুসাফিরের নামাজ

যদি কোন মানুষ প্রায় ৯২ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে নিজ বস্তী হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি শরীয়তে মুসাফির বলিয়া গণ্য হইবে। লোকটি যতদিন পর্যন্ত বাড়িতে না ফিরিবে অথবা কোন স্থানে ১৫ দিন থাকিবার নিয়্যাত না করিবে, ততদিন পর্যন্ত জোহর, আসর ও ঈশার ফরজ নামাজগুলি দুই রাকয়াত করিয়া পড়া অয়াজিব। চার রাকয়াত পড়িলে গোনাহ্গার হইয়া যাইবে। মুসাফির ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িলে দুই রাকয়াতে উহার সালাম ফিরাইবার পর বাকী রাকয়াত গুলি পড়িয়া নিতে হইবে। অবশ্য শেষের দুই রাকয়াতে কিছুই পড়িতে হইবে না। কেবল সুরাহ ফাতিহা পড়িবার মত সময় চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। মুসাফির ইমাম চার রাকয়াত পড়াইলে মুকীম মুক্তাদীর নামাজ হইবে না। মুকীমের পশ্চাতে মুসাফিরকে পুরা নামাজ পড়িতে হইবে।

কাজা নামাজের বিবরণ

ফরজ নামাজগুলির কাজা ফরজ। বিতিরের কাজা অয়াজিব। যদি ফজরের ফরজ ও সুন্নাত কাজা হইয়া যায়, তাহা হইলে জাওয়ালের পূর্বে আদায় করিলে সুন্নাতের কাজা করিতে হইবে। অন্যথায় কাজা করিতে হইবে না। যাহার জীবনে পাঁচ ওয়াক্তের বেশি নামাজ কাজা নাই, তাহাকে সাহেবে তারতীব বলা হয়। সাহেবে তারতীব ব্যক্তির জন্য প্রথমে কাজা নামাজগুলি আদায় করিয়া অয়াক্তের নামাজ পড়িতে হইবে। অন্যথায় নামাজ হইবে না। অবশ্য যদি কাজা নামাজ পড়িতে গেলে অয়াক্ত চলিয়া যাইবার আশংকা থাকে, তাহা হইলে কাজা নামাজ বাদ দিয়া অয়াক্তিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। যে দিন এবং যে অয়াক্তের নামাজ কাজা হইয়াছে। সেই দিন এবং সেই অয়াক্তের নিয়্যাত করতঃ কাজা আদায় করা জরুরী। যথা, আমি নিয়্যাত করিয়াছি, জুময়ার দিনের ফজরের নামাজের, আল্লাহ তায়ালার জন্য আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার। যদি দুই চার মাস অথবা দুই চার বৎসরের নামাজ কাজা হইয়া যায়, তাহা হইলে যে নামাজটি আদায় করিবে তাহার নিয়্যাত এই প্রকার করিবে। যথা, আমি নিয়্যাত করিয়াছি দুই রাকয়াত ফরজ নামাজের , আমার দায়িত্বে যতগুলি বাকী রহিয়াছে উহার মধ্যে প্রথম ফজরের, আল্লাহ তায়ালার জন্য, আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকয়াতাই সলাতিত্ তাহাজ্জুদি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

তাহাজ্জুদের নামাজ দুই রাকয়াত হইতে আট রাকয়াত পর্যন্ত উহা সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ। আউলিয়ায় কিরাম বার রাকআত পড়িয়াছেন।

সিজদায়ে সাহুর বিবরণ

ভূল বশতঃ নামাজের কোন অয়াজিব ত্যাগ হইয়া গেলে, উহার ক্ষতি পূরণের জন্য সিজদায়ে সাহু করা অয়াজিব। ইচ্ছাকৃত অয়াজিব ত্যাগ করিলে পুনরায় নামাজ আদায় করা অয়াজিব। একই নামাজে ভুল বশত ঃ একাধিক অয়াজিব ত্যাগ হইয়া গেলে একবার সিজদায় সাহু করিলে যথেষ্ট হইয়া যাইবে। কোন ফরজ ত্যাগ হইয়া গেলে নামাজ পুনরায় আদায় করিতে হইবে। সুন্নাতও নফল ত্যাগ হইয়া গেলে সিজদায়ে সাহু করিতে হইবে না।

সিজদায়ে সাহু করিবার নিয়ম ঃ - শেষ বৈঠকে 'তাশাহ্হুদ সমাপ্ত করিয়া কেবল ডান দিকে সালাম ফিরাইবার পর দুইবার সিজদা করিবে। তারপর 'তাশাহ্হুদ' ইত্যাদি পড়িবার পর দুই দিকে সালাম করিবে।

জানাজার নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ الثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু য়ান উয়াদ্দিয়া আর্‌বাআ তাকবীরাতে সলাতিল জানাজাতে ফারদিল কিফাইয়াতে আস্‌সানাউ লিল্লাহি তায়ালা অস সলাতু আলান নাবীয়ে অদ্দুয়াউ লিহাজাল মাইয়েতি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার্।

যদি মুর্দা মহিলা হয়, তাহা হইলে "লিহাজাল মাইয়েতি" এর স্থলে "লি হাজিহিল মাইয়েতি" বলিতে হইবে।

জানাজার নামাজ পড়িবার নিয়ম

কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া নাভির নিচে হাত বাঁধিয়া লইবে। তারপর –

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

উচ্চারণঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবিহামদিকা অতাবারকাসমূকা অতায়ালা জাদ্দুকা অজাল্লা সানাউকা অলা ইলাহা গয়রুক্।" পাঠ করিয়া হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার" বলিবে। তারপর নামাজে যে দরূদে ইব্রাহীমি পড়া হয়, উহা পাঠ করিয়া হাত না উঠাইয়া আবার আল্লাহু আকবার বলিবে। তারপর –

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্ মাগ্‌ফির লিহাইয়েনা অমাইয়েতিনা অশাহিদিনা অগাইবিনা অসাগীরিনা অকাবীরিনা অজাকারিনা অউন্‌সানা আল্লাহুম্মা মান্ আহ্ ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহ্‌য়ীহী আলাল্ ইসলাম্ অমান্ তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল্ ঈমান্" পাঠ করত ঃ হাত ছাড়িয়া দিয়া ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাইবে। যদি মুর্দা নাবালেগ পুত্র হয়, তাহা হইলে তৃতীয় তাকবীর বলিবার পর-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মাজ্ আল্‌হু লানা ফারাতাঁউ অজ্ য়ালহু লানা আজ্‌রাঁউ অ জুখ্‌রাঁউ অজ্‌য়ালহু লানা শাফিয়াঁউ অমুশাফ্‌ফায়া" পাঠ করিতে হইবে। আর যদি নাবালেগ কন্যা হয়, তাহা হইলে তৃতীয় তাকবীরের পর

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ـ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মাজ্ আল্‌হা লানা ফারাতাঁউ অজ্ য়াল্‌হা লানা আজ্‌রাঁউ অ জুখ্‌রাঁউ অজ্‌য়াল্‌হা লানা শাফিয়াঁতাউ অমুশাফ্‌ফায়াহ" পাঠ করিবে।

জানাজার নামাজে চার তাকবীর

ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম হজরত আবু হুরাইরাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ-

"اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ."

অনুবাদ ঃ- নিশ্চয় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মানুষকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন যেদিন তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং মানুষকে সঙ্গে নিয়া ঈদগাহে উপস্থিত হইয়াছেন। অতঃপর লাইন ঠিক করতঃ চার তাকবীরে জানাজা পড়িয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তী

চার তাকবীরে জানাজা সম্পন্ন করা সাহাবাগণের ইজমা বা ঐক্য মত। কারণ, হুজুর পাকের শেষ জীবনের জানাজাতে তিনি চার তাকবীর দিয়া ছিলেন এবং সাহাবাগণ এই চার তাকবীরের উপরে ইজমা করিয়াছেন। (মুসনাদুল ইমামিল আ'যান) শায়েখ আব্দুল্লাহ খসরু প্রথম খন্ড ৩৬৯ পৃষ্ঠা) অবিলম্বে আপনারা সংগ্রহ করিবেন আমার লেখা - সালাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা।

ম্যাইয়্যাত কে কবরে নামানোর দুআ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উচ্চারণ ঃ- বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতী রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু তায়াতা আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবরে কাইত্ করিয়া শোয়ান সুন্নাত

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ شَهِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةَ رَجُلٍ فَقَالَ يَاعَلِيُّ اِسْتَقْبِلْ بِهِ اِسْتِقْبَالًا وَقُوْلُوْا جَمِيْعًا بِاِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَضَعُوْهُ لِجَنْبِهِ وَلَا تَكُبُّوْهُ لِوَجْهِهِ وَلَا تُلْقُوْا لِظَهْرِهِ۔

অনুবাদ ঃ হজরত আলী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক ব্যক্তির জানা জায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন– হে আলী, তুমি মুর্দাকে কিবলার দিকে করিয়া দাও এবং সবাই বল – 'বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রসুলিল্লাহি' এবং উহাকে কাইত করিয়া দাও। চিৎ করিয়া শোয়াইয়া মুখটি ঘুরাইয়া দিও না। (বাদাউস্ সানায়ে, আল মুতাসারুজ্ জরুরী)

মুর্দাকে কবরে কাইত্ করিয়া শোয়ানো সর্ব সম্মতিক্রমে সুন্নাত। এই সুন্নাতটি অধিকাংশ স্থানে মুর্দা হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ পাক সবাইকে সুন্নাতের উপর চলিবার তৌফিক দান করেন।

মসলা ঃ দাফনের পর কবরের মাথার দিকে সুরাহ বাক্বারার প্রথামাংশ এবং পায়ের দিকে উক্ত সুরার শেষাংশ পাঠ করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত) মসলা ঃ কবরে প্রথমবারে মাটি দিয়া বলিবে – مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ 'মিনহা খলাক্বনাকুম', দ্বিতীয়বারে বলিবে – وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ 'অফীহা নুঈদুকুম', তৃতীয়বারে বলিবে – وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى 'অমিনহা নুখ্রি জুকুম তারাতান উখ্রা'।

মসলা ঃ দাফনের পর কবরের মাথার নিকটে আজান দেওয়া মুস্তাহাব। (শামী, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

মসলা ঃ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ফকীর মিসকীন ছাড়া সাধারণ ভাবে খানা দেওয়া হারাম। (শামী) সব চাইতে উত্তম হইল – সুন্নী আলেমদের লিখিত কিতাব কিনিয়া দান করিয়া দেওয়া অথবা সুন্নী মাদ্রাসায় দান খয়রাত করা অথবা মসজিদে দান করা অথবা গরীব সুন্নী অলেম বা তালেবুল ইলমকে দান করা ইত্যাদি।

কবর জিয়ারতের বিবরণ

কবর জিয়ারতের জন্য যাওয়া সুন্নাত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন –

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقُبُوْرِ اَنْ تَزُوْرُوْهَا فَزُوْرُوْهَا وَلَا تَقُوْلُوْا هَجَرًا۔

আমি তোমাদিগকে প্রথমে কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়া ছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা জিয়ারত কর। কিন্তু খারাপ কথা বলিবে না। (মোসনাদে ইমাম আ'জম) একই অর্থের হাদীস ভাষা পরিবর্তন হইয়া মিশকাত, তিরমিজী, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। দূর দূরান্ত থেকে সফর করিয়া আউলিয়া কিরামগণের মাজারে যাওয়া জায়েজ। আউলিয়ায় কিরামগণ খোদা প্রদত্ত্ব ক্ষমতায় জিয়ারতকারীদের উপকার করিয়া থাকেন। ক্বাদিয়ানী, ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি গোমরাহ দলগুলি করব জিয়ারতের ঘোর বিরোধী। এই ফিরকাগুলির সহিত মুসলমানদের কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবর জিয়ারতের নিয়ম

জুময়ার দিন সকালে জিয়ারত করিতে যাওয়া উত্তম। কবরের পায়ের দিক দিয়া গিয়া মুর্দার মুখের সামনে কিবলার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইবে। তারপর বলিবে –

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আস্ সালামু আলাইকুম আহলা দারে কওমিম্ মোমেনীনা আনতুন লানা সালাফুন অ- ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লা- হিকুন। অতঃপর ফাতিহা পড়িবে । (রদ্দুল মুহতার)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে – যে ব্যক্তি এগারো বার সুরা ইখলাস - "কুলহু আল্লাহু আহাদ" শরীফ পাঠ করিয়া মুর্দাদের রুহে সাওয়াব রেসানী করিবে সে ব্যক্তি মুর্দার সংখ্যায় সওয়াব পাইবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আউলিয়ায় কিরামগণের মাজারগুলি আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে গণ্য। আল্লাহর নিদর্শনগুলিকে সম্মান দেওয়া জরুরী। আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতার কিতাবে মাজারের উপর চাঁদর দেওয়া জায়েজ কিতাবে বলিয়াছেন। অনুরূপ ফাতাওয়ায় আলামগিরীতে মাজারের উপর ফুল দেওয়া উত্তম বলা হইয়াছে। সাবধান ! গান, বাজনা, মহিলাদের বে পরদা হইয়া চলা হারাম। এই কাজগুলি

কোন পবিত্র স্থানে করিলে কঠিন হারাম হইবে এবং তুলনা মূলক গোনাহ বেশি হইবে। একদল ফকীর ও বাউল কিছু কিছু মাজারে গান বাজনা করিয়া থাকে বলিয়া সেই সমস্ত মাজার জিয়ারত ত্যাগ করা হইবে না।

রোজার বিবরণ

রমজান মাসের রোজা ফরজ। এই ফরজকে অস্বীকার করিলে কাফের হইয়া যাইবে। বিনা কারণে ত্যাগ করিলে কঠিন গোনাহগার এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়া যাইবে। মুসাফির রোজা না করিলে কোন দোষ নাই। অবশ্য পরে কাজা করিয়া দিতে হইবে। অনুরূপ গর্ভবতী মহিলা অথবা যে মহিলার দুধ পানকারী শিশু রহিয়াছে এবং রোজা করিলে ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে অথবা দুধ শুকাইয়া যাইবে ; এমতাবস্থায় রোজা না করিলে দোষ নাই। পরে কাজা আদায় করতে হইবে। ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আজহার দিনে এবং জ্বিলহাজ্ মাসের ১১/১২/ ১৩ তারিখে রোজা রাখা মাকরূহ তাহ্রিমী ও গোনাহের কাজ। (দুর্রে মুখতার) নামাজের ন্যায় রোজার আন্তরিক নিয়্যাত ফরজ। মৌখিক নিয়্যাত মুস্তাহাব । রোজার নিয়্যাত যদি রাতে করা হয়, তাহা হইলে বলিবে

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ -

"নাওয়াইতু আন্ আসুমা গাদাল্ লিল্লাহি তায়ালা মিন ফারদি রামদান ।" আর যদি দিনে নিয়্যাত করা হয়, তাহা হইলে বলিবে

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هٰذَا الْيَوْمَ مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

"নাওয়াইতু আন্ আসুমা হাজাল ইয়াওমা মিন ফার্‌দি রামাদান" কারণ বশতঃ রোজা না রাখিলে প্রকাশ্যে পানাহার জায়েজ হইবে না।

ই'তেকাফ

ইবাদাতের নিয়্যাতে আল্লাহ তায়ালার জন্য মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তেকাফ বলা হয়। রমজান মাসের কুড়ি তারিখে সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব হইতে বাকী রোজার দিনগুলি ই'তেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কিফাইয়া। অর্থাৎ দুই একজন করিলে সবার পক্ষ হইতে আদায় হইয়া যাইবে। কেহ না করিলে সবাই গোনাহগার হইয়া যাইবে। বিনা কারণে ইতেকাফকারীর মসজিদ হইতে বাহির হওয়া হারাম। ইচ্ছাকৃত অথবা ভুল করিয়া বাহির হইলে ই'তেকাফ বাতিল হইয়া যাইবে। ই'তেকাফকারী জুময়ার নামাজের জন্য এবং পেশাব , পায়খানা, অজু ও গোসলের জন্য বাহির হইতে পারে। এই কারণগুলি ছাড়া এক মিনিটের জন্য বাহির হইলে ই'তেকাফ বাতিল হইয়া যাইবে। – (দুর্রে মুখতার)

চাঁদ দেখিবার বিবরণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ -

অনুবাদ ঃ আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন – চাঁদ দেখিয়া রোজা আরম্ভ করিবে এবং চাঁদ দেখিয়া ইফাতার করিবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে শাবান মাস

তিরিশ দিন পূর্ণ করিয়া নিবে। (বোখারী, মোসলিম)

পাঁচটি মাসের চাঁদ দেখা অয়াজিব কিফাইয়া। যথা – শাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলক্বাদ ও জিলহাজ – (ফাতাওয়ায় রাজবীয়া) পঞ্জিকা, সংবাদ পত্র , চিঠি, তার , টেলিফোন, রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে চাঁদের সংবাদ লাইয়া রোজা রাখা অথবা ঈদ করা হারাম। (বাহারে শরীয়ত) চাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা 'ঈদের চাঁদ প্রসঙ্গ' অবশ্যই পাঠ করিবেন ।

সাদকায় ফিতর এর পরিমাণ

সাদকায় ফিতর আদায় করা অয়াজিব। অনেকেই এক কিলো ছয় শত ষাট গ্রাম আদায় করিয়া থাকে। নিখুঁত হিসাবে উহার সঠিক পরিমাণ দুই কিলো প্রায় সাতচল্লিশ গ্রাম। হাদীস পাকে অর্ধ 'সায়া' সাদকায় ফিতর আদায় করিতে আদেশ করা হইয়াছে। এক 'সায়া' এর সমান (৭২০) সাত শত কুড়ি মিসকাল্ যব। এক 'মিসকাল' এর সমান সাড়ে চার মাশা। অতএব , এক 'সায়া' এর পরিমাণ হইল (৩২৪০) তিন হাজার দুই শত চল্লিশ মাশা যব। আবার যেহেতু বার মাশায় এক তোলা। অতএব, এক 'সায়া' এর পরিমাণ হইল (২৭০) দুই শত সত্তর তোলা যব। আবার যেহেতু এক টাকার সমান সওয়া এগারো মাশা হইয়া থাকে। এইবার 'সায়া' এর পরিমাণ হইল (২৮৮) দুই শত অষ্ট আশি টাকার সমান যব। অর্ধ 'সায়া' এর পরিমাণ হইল (১৪৪) একশত চুয়াল্লিশ টাকার সমান যব। আবার যেহেতু গম যব অপেক্ষাভারী হইয়া থাকে। তাই ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমা ১৩২৭ হিজরী ২৭ শে রমজান অভিজ্ঞতা করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখিয়াছিলেন যে, এক শত চুয়াল্লিশ টাকার ওজনের যবের সমান এক শত পঁচাত্তর টাকা আট আনার ওজনের গম হইতেছে। অতএব, এক শত পঁচাত্তর টাকা আট আনার ওজনের সমান গম অর্ধ 'সায়া' । এই অর্ধ 'সায়া' এর বর্তমান ওজন দুই কিলো প্রায় সাতচল্লিশ গ্রাম। এই পরিমাণ অনুয়ায়ী সাদকায় ফিতর আদায় করিলে কোন প্রকারের সন্দেহ থাকিবে না।

কুরবানীর বিবরণ

সাহিবে নিসাব ব্যক্তির জন্য প্রতি বৎসর কুরবানী করা অয়াজিব। যেহেতু এখানকার অমুসলিম হারবী কাফের, সেহেতু উহাদের কুরবানীর মাংস দেওয়া জায়েজ নয়। (বাহারে শরীয়ত) কুরবানীর চামড়া অথবা উহা বিক্রয় করিয়া টাকা মাদ্রাসায় দেওয়া জায়েজ। অবশ্য মাদ্রাসা আহলে সুন্নাতের হওয়া চাই। ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামাতে ইসলামীদের মাদ্রাসায় বা তহবিলে দান করা হারাম।

কুরবানী করিবার নিয়ম

পশুকে বাম কাইতে কিবলামুখী করিয়া শুয়াইবার পর –

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ "ইন্নী অজ্‌জাহ্‌তু অজ্‌হিয়া লিল্লাজী ফাতারাস্ সামাওয়াতি অল্ আরদা হানিফাঁউ অমা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সলাতি অনুসুকী অমাহ্ ইয়াইয়া অমামাতী লিল্লাহি রব্বিল্ আলামীন। লা শারীকা লাহু অবি জালিকা উমিরতু অ আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা লাকা অমিনকা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলিয়া অস্ত্র চালাইয়া দিবে। জবাহ করিবার পর নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে –

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِیْلِكَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَحَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ۔

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল্ মিন্নী কামা তাক্বাব্বাল্‌তা মিন্ খলীলিকা ইব্রাহীমা আলাইহিস্ সলাতু অস্ সালাম অহাবী-বিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।" যদি কুরবানী অপরের পক্ষে হইতে হয়, তাহা হইলে 'মিন্নী' এর স্থলে কুরবানী দাতার নাম উচ্চারণ করিতে হইবে ।

আকীকাহ্ এর বিবরণ

আক্বীকাহ্ করা মুস্তাহাব । কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বাহ করা জায়েজ। আক্বীক্বার মাংস মাতা পিতা দাদা দাদী সবাই খাইতে পারে। যদি পুত্র সন্তানের আক্বীক্বাহ হয়, তাহা হইলে জবাহ করিবার সময় নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে –

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِیْقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لَّهٗ مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা হাজিহী আক্বীক্বাতু ফুলানিব্নি ফুলানিন্ দামুহা বিদামিহী অলাহমুহা বিলাহমিহী অআজ্মুহা বিয়াজমিহী অজিল্দুহা বিজিল্দিহী অশা'রুহা বিশা রিহী আল্লাহুম্মাজ্ আল্হা ফিদায়ান্ লাহু মিনান্নারি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

যদি কন্যা সন্তান হয়, তাহা হইলে নিম্নের দুয়াটি পড়িবে

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانَةِ بِنْتِ فُلَانٍ دُمُهَا بَدَمِهَا وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهَا وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهَا وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهَا وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لَهَا مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা হাজিহী আক্বীক্বাতু ফুলানাতি বিনতি ফুলানাতিন দামুহা বিদামিহা অলাহমুহা বিলাহমিহা অআজ্মুহা বিয়াজমিহা অজিল্দুহা বিজিল্দিহা অশা'রুহা বিশা রিহা আল্লাহুম্মাজ্ আল্হা ফিদায়ান্ লাহা মিনান্নারি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।"

প্রথমে 'ফুলান্' ও ফুলান ও ফুলানাতান এর স্থলে উহাদের পিতার নাম হইবে। যদি দুয়া স্মরণ না থাকে, তাহা হইলে অন্তরে উহাদের নাম স্মরণ করিয়া 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া জবাহ করিয়া দিবে।

যাকাত ও উশুরের বিবরণ

যাকাত প্রদান করা ফরজ। উহার ফরজ হওয়া অস্বীকারকারী কাফের। যাকাত প্রদানে বিলম্বকারী গোনাহগার। উহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। যাহার নিকট সাড়ে বাহান্ন তোলা চাঁদী

অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা ঐ পরিমাণ সোনা, চাঁদী ক্রয় করিবার মত কাগজের নোট থাকিলে যাকাত ফরজ হইবে। অবশ্য সাংসারিক সমস্ত প্রকার খরচ বাদে এবং কোন প্রকার ঋণ না থাকিলে তবে ঐ পরিমাণ মালের উপর যাকাত ফরজ হইবে। যাকাতের মাল মসজিদে লাগানো জায়েজ নয়। লাগাইতে ইচ্ছা করিলে কোনো গরীবকে দান করিয়া দিতে হইবে। তিনি মসজিদে দান করিয়া দিবেন। ইহাতে দুজনেই সওয়াব পাইবেন। (শামী) ওহাবী, দেওবন্দীদিগকে, যাকাত, উশুর ইত্যাদি দান করা কঠিণ হারাম। উহাদের প্রদান করিলে আদায় হইবে না। (বাহারে শরীয়ত, আনওয়ারুল হাদীস)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে, উপমহাদেশে ওহাবী, দেওবন্দীদের মাদ্রাসাগুলি বৈদেশিক সাহায্য পাইয়া থাকে। বর্তমান সৌদির ওহাবী রাজ কোটি কোটি রিয়াল দিয়া এখানকার মাদ্রাসাগুলিকে পুষ্ট করিতেছে। উদ্দেশ্য একটি, ওহাবী মতবাদ ব্যাপক প্রচার করা। বাস্তবে তাহাই হইতেছে। সুন্নী মাদ্রাসাগুলি তুলনামূলক খুবই দূর্বল হইয়া রহিয়াছে। আপনাদের সাহায্যের ভীষণ মুখাপেক্ষী। অতএব সুন্নীয়াতকে বাঁচানো দ্বীনি দায়িত্ব মনে করিয়া আপনার যাকাত, উশুর, ফিতরা ও কুরবানীর পয়সা ব্যাপকভাবে সুন্নী মাদ্রাসায় দান করিয়া দিন। অবশ্য পরিচালকদের আপনার পয়সার বিবরণ জানাইয়া দিবেন।

আকাশের পানিতে অথবা নদীর পানিতে ভিজিয়া জমিতে যে ফসল ফলিয়া থাকে উহার 'উশুর' অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দেওয়া অয়াজিব। যদি পানি ক্রয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া চাষ করিতে হয়, তাহলে 'ইশরীন' অর্থাৎ কুড়ি ভাগের এক ভাগ দেওয়া অয়াজিব।

'সুদ' এর বিবরণ

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম করিয়াছেন, সেইহেতু উহা হালাল বলিলে কাফের হইয়া যাইবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইচ্ছাকৃত সুদের একটি পয়সা ভক্ষণ করা আল্লাহর নিকট কাবা শরীফের মধ্যে ছত্রিশবার জেনা করার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (তিবরানী, সংগৃহীত ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

সুদ হারাম জানিয়া ভক্ষণ করা গোনাহ কবীরা। সুদখোরের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়। ভারত যদিও দারুল ইসলাম কিন্তু এখানকার অমুসলিম হারবী কাফের। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন – মুসলমান ও হারবী কাফেরের মধ্যে সুদ বলিয়া কিছুই নাই। ইমাম আবু হানিফার নিকটে যে অবৈধ ব্যবসা মুসলমানের সহিত জায়েজ নয়, তা হারবী কাফেরের সহিত হালাল। যথা, মুসলমানকে এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হারাম। অনুরূপ মুসলমানের নিকটে মরা জিনিষ বিক্রয় করা হারাম। কিন্তু চুক্তির মাধ্যমে হারবী কাফেরের এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হালাল। অনুরূপ উহার নিকটে মরা জিনিষ বিক্রয় করা হালাল। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত) ভারতবর্ষের ব্যাংকগুলি হইতে মুনাফা গ্রহণ করা হালাল। উহাকে সুদ বলিয়া ত্যাগ করা গোনাহের কারণ। এ বিষয়ে আমার 'ব্যাংকের সুদ প্রসঙ্গ' পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

বন্দক ও বায়সালিম

আমাদের দেশে অধিকাংশ এই শর্তের উপর জমি বন্দক দিয়া থাকে যে, আমি জমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া লইব এবং যখন টাকা ফেরৎ দিবে তখন জমি ফেরৎ দিব। ইহা সুদ এবং হারাম। কারণ, হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে –

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

অর্থাৎ ধার দিয়া যে উপকার নেওয়া হয়, উহা সুদ। অবশ্য হারবী কাফেরের জমি এই শর্তে নেওয়া জায়েজ। কারণ, উহার সহিত অবৈধ ব্যবসা করতঃ মাল সংগ্রহ করা হালাল।

যে ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে টাকা নগদে নেওয়া হয় এবং মাল পরে দেওয়ার শর্ত রহিয়া যায়, উহাকে বায়সালিম বলা হয়। কয়েকটি শর্তে উহা জায়েজ। যথা, কেহ বলিল – আমাকে এখন একশ টাকা দিলে, ধান উঠিলে দুই মন দিব। কিন্তু বর্তমানে ধানের বাজার একশ টাকা মন চলিতেছে। এই ব্যবসা জায়েজ হইবার জন্য কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। যথা, তারিখ নিদিষ্ট করিতে হইবে। যথা, অমুক তারিখে দিব। ধান দিতে চাহিলে ধানের বিবরণ দিতে হইবে। যথা, অমুক ধান দিব এবং এই প্রকার ধান দিব ইত্যাদি।

'বিবাহ' এর বিবরণ

যদি স্ত্রীকে মোহর এবং খোরাক , পোষাক দেওয়ার সামর্থ থাকে এবং বিবাহ না করিলে ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার পূর্ণ আশংকা থাকে, তাহা হইলে বিবাহ করা ফরজ। আর যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবার পূর্ণ আশংকা না থাকে, বরং কেবল সন্দেহ হয়, তাহা হইলে বিবাহ করা অয়াজিব, অন্যথায় বিবাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আর যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, বিবাহের পর খোরাক পোষাক ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিতে পারিবে না, তাহা হইলে বিবাহ করা হারাম হইবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহরে শরীয়ত) ওহাবী , দেওবন্দী, রাফিজী , নেচরী, কাদিয়ানী ইত্যাদি বদ মাজহাবের সহিত বিবাহ করা হারাম। (আনওয়ারুল হাদীস)

বিবাহে ইজাব কবুল - প্রস্তাব ও সমর্থনের শব্দগুলি যদি আস্তে হইবার কারণে উপস্থিতগণের মধ্যে কমপক্ষে দুইজন শুনিতে না পায় , তাহা হইলে বিবাহ হইবে না। বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীকে কালেমা এবং ঈমানে মুফাস্সাল ইত্যাদি পড়ানো হইয়া যাকে, উহা খুবই ভাল। ইজাব ও কবুলের পূর্বে বিবাহের খুতবাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত)

কমপক্ষে দশ দিরহাম মোহর ধার্য্য হওয়া ফরজ। এক দিরহামের সমান সাড়ে তিন মাশা। দশ দিরহামের সমান পঁয়তিরিশ মাশা। বার মাশাতে এক তোলা হইয়া থাকে। দশ দিরহামের সমান দুই তোলা এগারো মাশা। বর্তমান বাজারে দুই তোলা এগারো মাশার মূল্য হইল নিম্নোমানের মোহর। উহার কম জায়েজ নয়। যদি মোহর কথা উল্লেখ না থাকে তবুও বিবাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু সব চাইতে নিম্নো মোহরটি প্রদান করা ফরজ। পরিশেষে সব চাইতে সহজ হিসাব বলিতেছি বর্তমানে দশ দিরহামের সমান ৩০ গ্রাম ছয় শত আঠার মিলি গ্রাম চাঁদীর মূল্যে হইল নিম্নোমানের মোহর।

তালাকের বিবরণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ -

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আল্লাহ তায়ালার নিকট সব চাইতে নিকৃষ্ট হালাল তালাক। (আবু দাউদ)

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী একসঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা জায়েজ নয়। কিন্তু একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হইয়া যাইবে। ইহাতে হানিফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বালী চার মাজহাবের ইমামগণের একমত । কেবল ওহাবী সম্প্রদায় উহার বিরোধীতা করিয়া থাকে । একসঙ্গে তিন তালাক প্রদানকারীকে কোরআনে অত্যাচারী বলা হইয়াছে। যদি তালাক না হইত, তাহা হইলে অত্যাচারী বলা হইত না। ইমাম বায়হাক্বী হজরত আব্দুল হুমাইদ বিন রাফী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন -

اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ اِمْرَاتِىْ اَلْفًا فَقَالَ تَاخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ تِسْعَ مِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِيْنَ -

অনুবাদঃ জনৈক ব্যক্তি ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন - আমি আমার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়াছি। হজরত ইবনো আব্বাস উত্তর দিয়াছেন - তিন গ্রহণ কর এবং নয় শত সাতানব্বইটি ছাড়িয়া দাও।

তালাক দেওয়ার সময় যদি স্ত্রীর দিকে কোন প্রকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্বোধন না থাকে, তাহা হইলে তালাক হইবে না। যথা, কেহ ঝগড়ার সময় বলিল - এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। ইহাতে তালাক হইবে না। কারণ, এখানে স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করে নাই অথবা তোমার বলে নাই অথবা অমুকের কন্যার অথবা অমুকের মাতার তালাক দিলাম বলে নাই। অবশ্য তালাক দাতাকে কসম করিয়া বলিতে হইবে যে, তালাক শব্দগুলি বলিবার সময় আমার স্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল না। (বাহরুর্রায়েক)।

ইদ্দাতের বিবরণ

যাহার স্বামী ইন্তেকাল করিয়াছে। যদি সে গর্ভবতী না হয়, তাহা হইলে চার মাস দশ দিন ইদ্দাৎ পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে অন্যত্রে বিবাহ করিতে পারিবে না। যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাৎ পালন করিতে হইবে ।

তালাক প্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাৎ পালন করিতে হইবে। অন্যথায় তিনটি ঋতু সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাৎ পালন করিতে হইবে। যদি পঞ্চন্ন বৎসর বয়স হইবার কারণে অথবা নাবালেগ হইবার কারণে মাসিক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিন মাস অর্থাৎ নব্বই দিন ইদ্দাৎ পালন করিতে হইবে। ইদ্দাৎ পূর্ণ হইবার পূর্বে বিবাহ করা হারাম।

হজ্বের বিবরণ

হজ্ব নয় হিজরীতে ফরজ হইয়াছে। নামাজ, যাকাত ও রোজার ন্যায় হজ্ব ফরজ। এই ফরজকে অস্বীকার করিলে কাফের হইয়া যাইবে। বিনা কারণে বিলম্ব করিলে গোনাহগার হইবে।

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও না করিলে ফাসেক হইবে এবং আজাবের উপযুক্ত হইয়া যাইবে। হজ্ব জীবনে একবার ফরজ।

সাবাধন, খুব সাবধান ! বর্তমানে সৌদি সরকার ওহাবী। কাবা শরীফ ও মসজিদে নবূবীর ইমামগণ ওহাবী। উহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া হারাম। হায় আফসেস ! হাজার হাজার মানুষ না জানিয়া উহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া আখিরাত বর্বাদ করিতেছেন। সাবধান, খুব সাবধান ! ওহাবীরা মক্কা শরীফে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করিয়া থাকে যে, মদীনায় যাইবার প্রয়োজন নাই এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজাপাক যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়। অথচ হুজুরের মাযার শরীফ যিয়ারত করা অয়াজিবের কাছাকাছি। মুহাদ্দিস ইবনো আদী 'কামেল' এর মধ্যে হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি হজ্ব করিয়াছে এবং আমার যিয়ারত করে নাই, সে আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। (বাহারে শরীয়ত)

খুব বিশ্বাস রাখিবেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হায়াতুন্নাবী। তিনি কবর শরীফে স্বশরীরে জীবিত রহিয়াছেন, যেমন ইন্তেকালের পূর্বে জীবিত ছিলেন। সমস্ত নবীগণের একই অবস্থা। উহাদের ইন্তেকাল কেবল সাধারণ মানুষের চক্ষু হইতে আড়াল হইয়া যাওয়া। সুতরাং ইমাম মোহাম্মাদ বিন হাজ মাক্কী 'মাদখাল' এর মধ্যে এবং অন্য ইমামগণ বলিয়াছেন - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জীবনে কোন পার্থক্য নাই যে, তিনি তাঁহার উম্মাৎকে দেখিতেছেন এবং উহাদের অবস্থা এবং উহাদের নিয়্যাত এবং উহাদের অন্তরের ধারণাগুলিকে জানিয়া এবং চিনিয়া থাকেন। এইগুলি হুজুরের নিকট এমনই আলোকিত হইয়া রহিয়াছে যে, উহাতে কোন প্রকারের সন্দেহ নাই। হজ ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

উমরা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হইলে অবশ্যই সংগ্রহ করিবেন আমার লেখা 'মক্কা ও মদীনার মুসাফির'। এই পুস্তক খানা হজে কিংবা উমরায় যাইবার এক বৎসর পূর্বে সংগ্রহ করিলে বেশি উপকার হবে।

মসলা বিভাগ

মসলা - ঝিনুকের চুন হারাম। যে পানে উক্ত চুন লাগান হইয়াছে উহা খাওয়া হারাম। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ১ম খন্ড ৭০১ পৃঃ)

মসলা - ঘড়ির চেন লোহা, তামা, কাঁসা ও পিতল ইত্যাদি যে কোন ধাতুর হউক না কেন, উহা পরিধান করত ঃ নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরিমী। (আহকামে শরীয়ত ৩য় খন্ড ২৩৭ পৃঃ)

মসলা - নামাজে কিরাত পাঠ করিবার সময় এতটুকু শব্দ হওয়া জরুরী যে, কিরাত পাঠকারী যেন শুনিতে পায়। অন্যথায় কিরাত পাঠ হইবে না। অনুরূপ জবাহ করিবার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিবার শব্দ জবাহকারী শুনিতে না পাইলে জবাহ জায়েজ হইবে না। - (সুন্নীবেহেশ্‌তী জেওর ৩২৩ পৃঃ)

মসলা - ছাগল যতই মোটা তাজা হউক না কেন , এক বৎসর পূর্ণ না হইলে কুরকানী জায়েজ হইবে না। (নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী ৩য় খন্ড ৩৮৭ পৃঃ)

মসলা - কুরবানী মান্নতের হইলে উহার মাংস নিজে ভক্ষন করিতে পারিবে না। অনুরূপ উহার মাংস কোন ধনী মানুষকে খাওয়াইতে পারিবে না চাই মান্নতকারী গরীব হউক অথবা ধনী। সম্পূর্ণ মাংস সাদকা করিয়া দেওয়া অয়াজিব। (বাহারে শরিয়ত খঃ ১৫ পৃঃ ১০২)

মসলা- যদি ছাগলের বাচ্চা কুকুরের দুধ পান করিয়া থাকে , তাহা হইলে উহাকে বাঁধিয়া কিছুদিন ঘাস ইত্যাদি খাওয়াইতে হইবে। তারপর উহার খাওয়া অথবা উহার কুরবানী করা জায়েজ হইবে। (বাহারে শরীয়ত খঃ ১৫ পৃঃ ১০৫)

মসলা- মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে কুরবানী করিলে উহার মাংস নিজের খাওয়া অথবা অপরকে খাওয়ানো সবই জায়েজ। আর যদি মৃত ব্যক্তি কুরবারী করিবার জন্য অসীয়ত করিয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত মাংস সাদকা করিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত খঃ ১৫ পৃঃ ১২০)

মসলা - পেশাব অথবা কোন নাপাক জিনিষ অথবা কোন হারাম জিনিষ ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। (নুজহাতুল কারী খঃ ২ পৃঃ ১৩৪)

মসলা - জানাজার নামাজে শেষ লাইনে দাঁড়ান উত্তম। (জান্নাতী জেওর ২১৮ পৃঃ) মসলা - অধিকাংশ সময়ে একই মজলিসে বহু মানুষ উচ্চস্বরে কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া থাকে, উহা হারাম। বহু মানুষ এক সঙ্গে কোরআন শরীফ পাঠ করিলে আস্তে পাঠ করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার , কানুনে শরীয়ত ১ম খন্ড ৪৮ পৃঃ আনওয়ারুল হাদীস ৩০০ পৃঃ)

মসলা- তাকবীরে 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' ও হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময় ডানদিকে ও বামদিকে মুখ ঘুরাইতে হইবে। (দুর্রে মুখতার, জান্নাতী জেওর ২৭৮ পৃঃ)

মসলা - গরু ছাগল ইত্যাদির ভুঁড়ি খাওয়া মাকরুহ তাহরিমী। (আনওয়ারুল হাদীস পৃঃ ৩৫৮)

মসলা - নামাজীর সম্মুখ হইতে যাওয়া হারাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন - নামাজী ব্যক্তির সম্মুখ থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাওয়া কত বড় গোনাহ, যদি মানুষ উহা জানিত, তাহা হইলে চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা করিত কিন্তু নামাজীর সম্মুখ থেকে যাইত না। - (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ২য় খঃ ৩ পৃঃ)

মসলা- নবীগণ অথবা সাহাবাগণের নামের সহিত মিলাইয়া নাম রাখা উত্তম। যে ব্যক্তি নিজ সন্তানের নাম 'মোহাম্মাদ' রাখিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। - মিরাতুল মানাজীহ ৫ম খঃ ৩০ পৃঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তিনটি সন্তানের পিতা হইয়াছে অথচ উহাদের মধ্যে কাহার নাম 'মোহাম্মাদ' রাখে নাই , সে ব্যক্তি জাহেল। - (খাসায়েসে কোবরা ২য় খঃ ২০১ পৃঃ)

মসলা- টি.ভি রাখা ও দেখা হারাম। (আ'লা হজরত ৪৯ পৃঃ মাসিক পত্রিকা , বেরেলী শরীফ হইতে ছাপা, আগষ্ট সংখ্যা, ১৯৯০ সাল ও টেলিভিশন ভি.সি.আর শরীয়ত কি নজর মে ১২ পৃঃ)

মসলা- কিবলার দিকে মুখ অথবা পিছন করিয়া পেশাব ও পায়খানা করা হারাম। অনুরূপ কিবলার দিকে মুখ করিয়া থুতু ফেলা হারাম। (মিরাতুল মানাজীহ ১ম খঃ ২৫৮ পৃঃ)

মসলা- মসজিদে তাবীজ বিক্রয় করা হালাল নয়। (খোলাসাতুল ফাতাওয়া ৪র্থ খঃ ৩৪২, ৩৪৩ পৃঃ)

মসলা - যদি কোরআন শরীফ খুব ছিঁড়িয়া ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে খুব হিফাজত স্থানে কবর খনন করিয়া দাফন করিয়া দিবে। যেন উহার উপর মাটি না পড়ে। খবরদার ! কোরআন শরীফকে পুড়াইয়া দিবে না। বরং দাফন করিয়া দিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত খন্ড ১৬ পৃঃ ১১৮, জান্নাতী জেওর ৩১৬ পৃঃ)

মসলা - কোন খালি ঘরে প্রবেশ করিলে 'আস্ সালামু আলাইকা

আইউ হান্নাবী' বলিবে। কারণ প্রত্যেক মুসলামনদের ঘরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রূহ মুবারক উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়ত খঃ ১৬ পৃঃ ৮৪)

মসলা - ঔষধের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন নিয়মে গর্ভপাত করা জায়েজ নয়। অবশ্য শরীয়ত সম্মত কোন কারণ থাকিলে যথা, বাচ্চা পয়দা হইলে মহিলা মরিয়া যাইবার আশংকা রহিয়াছে অথবা বাচ্চা পয়দা হইলে দুধ শুকাইয়া যাইবে। যাহার কারণে পূর্বের বাচ্চা মরিয়া যাইবে ইত্যাদি কারণে, এই গর্ভপাত করা জায়েজ। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই গর্ভপাত ১২০ দিনের পূর্বে হওয়া চাই। ১২০ দিনে বাচ্চার দেহ তৈরী হইয়া যায়। এই অবস্থায় গর্ভপাত করা জায়েজ হইবে না। (আলামগিরী ৫ম খঃ ২১২ পৃঃ, বাহারে শরীয়ত ১৬ খঃ ১২৮ পৃঃ)

আমলের বিবরণ

যে কোন আমলের জন্য হালাল রুজি ভক্ষণ করা, সত্য কথা বলা, শরীয়তের হুকুম পূর্ণ ভাবে মানিয়া চলা, নিয়্যাত খুব খাঁটি করা, দুয়া পাঠ করিবার সময় খুব আন্তরিকতার সহিত খোদার নিকটে বিনয় করা শর্ত। অন্যথায় আমলের উপকারীতা কম প্রকাশ হইয়া থাকে।

ঋণ পরিশোধের দুয়া

প্রত্যেক দিন প্রত্যেক নামাজের পর নিম্নের দুয়াটি এগারো বার করিয়া পাঠ করিবে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় একশত বার করিয়া পাঠ করিয়া নিবে। দুয়ার পূর্ব্বে ও পরে তিনবার করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিবে। হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - যদি তোমাদের উপর পাহাড় সমান ঋণ থাকে, ইনশাআল্লাহ উহা পরিশোধ হইয়া যাইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা কৃফিনী বিহালালিকা আন্ হারামিকা অ আগনিনী বিফাদ্লিকা আম্মান সিওয়াকা।

ঈমান হিফাজাতের দরূদ

প্রত্যেক দিন ১১১ বার করিয়া নিম্নের দরূদটি পাঠ করিলে ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذِكَرَهُ الذَّكِرُوْنَ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন কুল্লামা জাকারাহুজ্ জাকিরুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন কুল্লামা গাফালা আন্ জিকরিহিল গাফিলুন ।

স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি

প্রত্যেক দিন ফজরের পর নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে। পূর্বে ও পরে দশবার করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিবে।

اَللّٰهُمَّ اَكْرِمْنِىْ بِنُوْرِ الْفَهْمِ وَاَخْرِجْنِىْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আকরিমনী বিনুরিল ফাহ্মি অ আখ্রিজনী মিন জুলুমাতিল অহ্মি।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে নিরাপদ

নিম্নের দুয়াটি সকাল ও সন্ধ্যায় সাতবার করিয়া পাঠ করিবে। বিশেষ করিয়া যেখানে ভয়ের কারণ রহিয়াছে, সেখানে পাঠ করিতে থাকিবে ।

اَللّٰهُمَّ نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِ هِمْ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা নাজ্ আলুকা ফী নুহুরিহিম অনাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম।

নিরাপদ থাকিবার দুয়া

চুরি, ডাকাতি হইতে এবং যাদু ও জহর হইতে নিরাপদে থাকিতে হইলে সকাল ও সন্ধ্যায় সাতবার করিয়া নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ ا سْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা হিল্লাজী লা ইয়া দুরু মায়াস্মিহী শাইয়ূন ফিল্ আরদি অলা ফিস্ সামায়ি অহুয়াস্ সামীউল্ আলীম।

আরবী অক্ষরগুলির মান

خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا
খে	হে	জিম	ছে	তে	বে	আলিফ
৬০০	৮	৩	৫০০	৪০০	২	১
ص	ش	س	ز	ر	ذ	د
সোয়াদ	শিন	সিন	জে	রে	জাল	দাল
৯০	৩০০	৬০	৭	২০০	৭০০	৪
ق	ف	غ	ع	ظ	ط	ض
ক্বাফ	ফে	গায়িন	আইন	জোয়	তোয়	দোয়াদ
১০০	৮০	১০০০	৭০	৯০০	৯	৮০০
ى	ه	و	ن	م	ل	ك
ইয়া	হে	অয়াও	নূ	মিম	লাম	কাফ
১০	৫	৬	৫০	৪০	৩০	২০

দিনগুলির মান

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
৩৫৭	৩৮৭	৩৬৭	৪২২	৫৬৬	৪১২	১১৮

রোগ নির্ণয় করিবার নিয়ম

যদি কেহ জানিতে চায় যে, রোগীর দৈহিক রোগ, না যাদু, না জ্বিনের আক্রমণ, তাহা হইলে রোগীর নামের অক্ষরগুলির সংখ্যা এবং যে দিনে রোগী জানিতে চাহিবে সেইদিনের সংখ্যা যোগ করিবার পর চার দিয়ে ভাগ করিতে হইবে। যদি ভাগ ফল তিন রহিয়া যায়, তাহা হইলে জ্বিনের আক্রমণ ধরিতে হইবে। আর যদি দুই রহিয়া যায়, তাহা হইবে দৈহিক রোগ। আর যদি

এক রহিয়া যায়, তাহা হইলে জ্বর। আর যদি মিলিয়া যায়, তাহা হইলে যাদু ধরিতে হইবে। যথা, নাজমাহ নামের মহিলা শুক্রবার তাহার রোগ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছে। এখন শুক্রবারের সংখ্যা ১১৮ এবং নাজমাহ এর সংখ্যা ৯৮ হইবে। এই দুই সংখ্যাকে যোগ করতঃ ৪ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যাইবে। এখন নাজমাহকে যাদু করা হইয়াছে প্রমাণ হইল।

রোগ নির্ণয় করিবার পর উহা আরোগ্য হইবে কিনা, জানিতে হইলে রুগীর নামের অক্ষরগুলিও উহার মায়ের নামের অক্ষরগুলি এবং যেদিন জানিতে চাহিবে সেই দিনের সংখ্যাগুলি যোগ করিবার পর তিন দিয়া ভাগ করিতে হইবে। যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে রোগ খুবই কঠিন এবং খুবই কষ্টের পর আরোগ্যলাভ হইবে। দুই অবশিষ্ট থাকিলে রোগ খুব জটিল নয়। চিকিৎসা করিলে সহজে সারিয়া যাইবে। কিছু অবশিষ্ট না থাকিলে আরোগ্য হইবার আশা নাই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অংকের সঠিক ফলাফল বাহির করিবার জন্য শর্ত হইল, অংক আরম্ভ করিবার পূর্বে একাগ্রতার সহিত বেশ কয়েক বার যে কোন দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিবে। তবে এগার বার পাঠ করিলে খুব ভাল হয়। তারপর একবার সুরাহ ফাতিহা শরীফ পাঠ করতঃ কাগজ ও কলমে ফুঁক দিয়া নিবে। আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, যেন নামের বানান সঠিক হইয়া থাকে এবং প্রতিটি অক্ষরের সঠিক মান গ্রহণ করা হইয়া থাকে। অন্যথায় অংক সঠিক হইবে না। আরো একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, অনেকের নামের বানানে ফারসি অক্ষর থাকে। এই সময়ে অক্ষরটির আগের অক্ষরের মান নিতে হইবে। যেমন 'পারভীন' নামের প্রথম অক্ষর پ 'পে' রহিয়াছে। এই স্থলে ب 'বে' এর মান নিতে হইবে অর্থাৎ দুই। ইহার পরেও যদি সঠিক ফলাফল বাহির হইয়া না থাকে তাহা হইলে প্রশ্নকারী যে সব কথা বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছে সেগুলি লিখিয়া প্রত্যেক অক্ষরের সংখ্যা বাহির করতঃ যোগ দিয়া ভাগ করিলে ইনশা আল্লাহ সঠিক ফল বাহির হইয়া যাইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃঃ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তালিকা ঃঃ-

ওয়াক্ত	ফরজ	সুন্নাত	ওয়াজেব	সুন্নাতে গায়ের মোয়াক্কেদা	নফল	মোট
ফরজ	২	২	০	০	০	০
জোহর	৪	২ +৪	০	০	২	১২
আসর	৪	০	০	৪	০	৮
মাগরিব	৩	২	০	০	২	৭
এশা	৪	২	৩	৪	৪	১৭
মোট	১৭	১২	৩	৮	৮	৪৮

নামাজ, রোজা, ইফতার, সেহরীর, চিরস্থায়ী সময়সূচী

মাস তারিখ	সেহরী শেষ ফজর শেষ	ফজর শেষ	জোহর শুরু	আসর শুরু	মগরিব ইফতার	এশা শুরু
০১ জানু	৪-৫১	৬-১৬	১২-০২	৩-২৭	৫-০৮	৬-২৩
০৫ জানু	৪-৫২	৬-১৮	১২-০৪	৩-৩০	৫-১১	৬-১২
১০ জানু	৪-৫৩	৬-১৮	১২-০৬	৩-৩৩	৫-১৫	৬-২৯
১৫ জানু	৪-৫৪	৬-১৮	১২-০৮	৩-৩৭	৫-১৮	৬-৩১
২০ জানু	৪-৫৫	৬-১৮	১২-১০	৩-৪১	৫-২১	৬-৩৪
২৫ জানু	৪-৪৫	৬-১৮	১২-১১	৩-৪৪	৫-২৫	৬-৩৭
০১ ফেব্রু	৪-৫২	৬-১৫	১২-১২	৩-৪৮	৫-২৯	৬-৪১
০৫ ফেব্রু	৪-৫১	৬-১৪	১২-১২	৩-৫১	৫-৩৩	৬-৪৪
১০ ফেব্রু	৪-৪৯	৬-১১	১২-১৩	৩-৫৪	৫-৩৬	৬-৪৬
১৫ ফেব্রু	৪-৪৬	৬-০৮	১২-১৩	৩-৫৭	৫-৩৮	৬-৪৯
২০ ফেব্রু	৪-৪৩	৬-০৫	১২-১২	৩-৫৯	৫-৪০	৬-৫১
২৫ ফেব্রু	৪-৪০	৬-০১	১২-১২	৪-০০	৫-৪৩	৬-৫৩
০১ মার্চ	৪-৩৭	৫-৫৮	১২-১১	৪-০২	৫-৪৫	৬-৫৪
০৫ মার্চ	৪-৩৫	৫-৫৪	১২-১০	৪-০৩	৫-৪৬	৬-৫৬
১০ মার্চ	৪-৩০	৫-৫০	১২-০৯	৪-০৪	৫-৪৯	৬-৫৮
১৫ মার্চ	৪-২৫	৫-৪৬	১২-০৮	৪-০৫	৫-৫০	৭-০০
২০ মার্চ	৪-২০	৫-৪১	১২-০৬	৪-০৬	৫-৫৩	৭-০২
২৫ মার্চ	৪-১৪	৫-৩৬	১২-০৫	৪-০৬	৫-৫৩	৭-০৪
০১ এপ্রিল	৪-০৮	৫-২৯	১২-০৩	৪-০৭	৫-৫৬	৭-০৭
০৫ এপ্রিল	৪-০৪	৫-২৫	১২-০১	৪-০৭	৬-০০	৭-১০

মাস তারিখ	সেহরী শেষ ফজর শেষ	ফজর শেষ	জোহর শুরু	আসর শুরু	মগরিব ইফতার	এশা শুরু
১০ এপ্রিল	৩-৫৯	৫-২১	১২-০১	৪-০৭	৬-০০	৭-১০
১৫ এপ্রিল	৩-৫৪	৫-১৬	১২-০০	৪-০৭	৬-০১	৭-১৩
২০ এপ্রিল	৩-৪৯	৫-১২	১১-৫৯	৪-০৮	৬-০৩	৭-১৭
২৫ এপ্রিল	৩-৪৪	৫-০৮	১১-৫৮	৪-০৮	৬-০৫	৭-১৯
০১ মে	৩-৩৮	৫-০৪	১১-৫৭	৪-০৮	৬-০৮	৭-২২
০৫ মে	৩-৩৫	৫-০১	১১-৫৫	৪-০৮	৬-১০	৭-২৫
১০ মে	৩-৩১	৪-৫৯	১১-৫৫	৪-০৮	৬-১২	৭-২৮
১৫ মে	৩-২৭	৪-৫৬	১১-৫৫	৪-০৯	৬-১৪	৭-৩২
২০ মে	৩-২৫	৪-৫৪	১১-৫৫	৪-০৯	৬-১৬	৭-৩৬
২৫ মে	৩-২২	৪-৫৩	১১-৫৫	৪-১০	৬-১৯	৭-৩৭
০১ জুন	৩-২০	৪-৫১	১১-৫৬	৪-১১	৬-২২	৭-৪২
০৫ জুন	৩-১৯	৪-৫০	১১-৫৬	৪-১৩	৬-২৩	৭-৪৪
১০ জুন	৩-১৮	৪-৫০	১১-৫৭	৪-১৪	৬-২৫	৭-৪৭
১৫ জুন	৩-১৮	৪-৫১	১১-৫৮	৪-১৬	৬-২৭	৭-৪৯
২০ জুন	৩-১৯	৪-৫২	১১-৫৯	৪-১৭	৬-২৮	৭-৫০
২৫ জুন	৩-২০	৪-৫৩	১২-০০	৪-১৮	৬-২৯	৭-৫১
০১ জুলাই	৩-২২	৪-৫৫	১২-০২	৪-১৮	৬-৩০	৭-৫১
০৫ জুলাই	৩-২৪	৪-৫৬	১২-০২	৪-১৮	৬-৩০	৭-৫১
১০ জুলাই	৩-২৭	৪-৫৮	১২-০৩	৪-১৯	৬-২৯	৭-৫০
১৫ জুলাই	৩-২৯	৫-০০	১২-০৩	৪-১৯	৬-২৯	৭-৪৮
২০ জুলাই	৩-৩২	৫-০২	১২-০৪	৪-২০	৬-২৮	৭-৪০
২৫ জুলাই	৩-৩৫	৫-০৪	১২-০৪	৪-১৯	৬-২৬	৭-৪৩
০১ আগষ্ট	৩-৪০	৫-০৭	১২-০৪	৪-১৯	৬-২৩	৭-৩৮
০৫ আগষ্ট	৩-৪২	৫-০৯	১২-০৪	৪-১৮	৬-২০	৭-৩৬
১০ আগষ্ট	৩-৪৫	৫-১১	১২-০৩	৪-১৭	৬-১৭	৭-৩৩
১৫ আগষ্ট	৩-৩৮	৫-১৩	১২-০৩	৪-১৫	৬-১৪	৭-২৮
২০ আগষ্ট	৩-৫১	৫-১৫	১২-০২	৪-১৩	৬-১০	৭-২৩
২৫ আগষ্ট	৩-৫৪	৫-১৭	১২-০০	৪-১০	৬-০৫	৭-১৮
০১ সেপ্টে	৩-৫৬	৫-১৯	১১-৫৯	৪-০৬	৫-৫৯	৭-১১
০৫ সেপ্টে	৩-৫৮	৫-২০	১১-৫৭	৪-০৪	৫-৫৫	৭-০৬
১০ সেপ্টে	৪-০১	৫-২২	১১-৫৬	৪-০১	৫-৫০	৭-০১

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাস তারিখ	সেহরী শেষ ফজর শেষ	ফজর শেষ	জোহর শুরু	আসর শুরু	মগরিব ইফতার	এশা শুরু
১৫ সেপ্টে	৪-০২	৫-২৩	১১-৫৪	৩-৫৬	৫-৪৫	৬-৫৬
২০ সেপ্টে	৪-০৪	৫-২৪	১১-৫২	৩-৫২	৫-৪০	৬-৫০
২৫ সেপ্টে	৪-০৫	৫-২৬	১১-৫০	৩-৪৯	৫-৩৫	৬-৪৫
০১ অক্টো	৪-০৭	৫-২৮	১১-৪৮	৩-৪৫	৫-৩০	৬-৩৯
০৫ অক্টো	৪-০৯	৫-২৯	১১-৪৭	৩-৪২	৫-২৬	৬-৩৫
১০ অক্টো	৪-১০	৫-৩১	১১-৪৫	৩-৩৭	৫-২১	৬-৩১
১৫ অক্টো	৪-১২	৫-৩৩	১১-৪৪	৩-৩৩	৫-১৭	৬-২৬
২০ অক্টো	৪-১৪	৫-৩৫	১১-৪৩	৩-৩০	৫-১৩	৬-২৩
২৫ অক্টো	৪-১৬	৫-৩৭	১১-৪২	৩-২৭	৫-০৯	৬-১৯
০১ নভে.	৪-১৯	৫-৪১	১১-৪২	৩-২৩	৫-০৪	৬-১৫
০৫ নভে.	৪-২০	৫-৪৩	১১-৪২	৩-২১	৫-০২	৬-১৩
১০ নভে.	৪-২৩	৫-৪৬	১১-৪৩	৩-১৯	৫-০০	৬-১২
১৫ নভে.	৪-২৫	৫-৪৯	১১-৪৩	৩-১৭	৪-৫৮	৬-১০
২০ নভে.	৪-২৮	৫-৫২	১১-৪৪	৩-১৬	৪-৫৭	৬-১০
২৫ নভে.	৪-৩০	৫-৫৬	১১-৪৫	৩-১৫	৪-৫৬	৬-১০
০১ ডিসে.	৪-৩৪	৬-০০	১১-৪৭	৩-১৫	৪-৫৬	৬-১০
০৫ ডিসে.	৪-৩৭	৬-০২	১১-৪৯	৩-১৬	৪-৫৭	৬-১১
১০ ডিসে.	৪-৩৯	৬-০৫	১১-৫১	৩-১৭	৪-৫৮	৬-১২
১৫ ডিসে.	৪-৪২	৬-০৮	১১-৫৪	৩-১৮	৪-৫৯	৬-১৪
২০ ডিসে.	৪-৪৫	৬-১১	১১-৫৬	৩-২১	৫-০১	৬-১৬
২৫ ডিসে.	৪-৪৭	৬-১৪	১১-৫৯	৩-২৮	৫-০৪	৬-১৮
৩১ ডিসে.	৪-৫০	৬-১৬	১২-০২	৩-২৭	৫-০৭	৬-২২

বিঃ দ্রঃ- ফজর শেষ থেকে ২০ মিনিট সূর্যাস্তের সময় ১০ মিনিট ও সূর্য মধ্যগগণে তখন নামাজের নিষিদ্ধ সময়। এই তালিকা কলকাতার প্রতি ১৭ মাইল পূর্বে ১ মিনিট বিয়োগ ও পশ্চিমে ১ মিনিট যোগ করতে হবে।

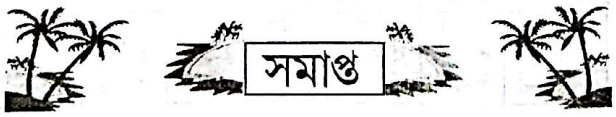

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১। আমার এই পুস্তকটি "সলাতে মোস্তফা বা সহীহ নামাজ শিক্ষা" টি একমাত্র মালদহের কালিয়াচক, সোনালী মার্কেটে নিউ কালিমীয়া বুক ডিপোর মালিক মোহাম্মাদ খালিদকে ছাপাইবার অনুমতি দিলাম। তবে কোন সময়ে আমার বিনা অনুমতিতে পুস্তকের মধ্যে কিছু বাড়াইতে কমাইতে পরিবেনা।

২। আমার সুন্নী ভাইদের কাছে আন্তরিক আবেদন যে, আমার প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের একটি সেট সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন। বিশেষ করিয়া একটি সেট প্রতিটি মসজিদে রাখিবার চেষ্টা করিবেন। তবে মোসনাদে ইমাম আ'যম হানাফীদের ঘরে ঘরে রাখা জরুরী হইয়া গিয়াছে। কারণ, বোখারী , মোসলেম ইত্যাদি হাদীসের কিতাবগুলি শাফয়ী মাযহাব অবলম্বীদের লেখা। এই কিতাবগুলি বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়া ওহাবী সম্প্রদায় হানাফীদিগকে এক কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। হানাফী ঘরের শত শত সন্তান এই কিতাবগুলি দেখিয়া নিজেরা নামাজের নিয়ম কানুন পরিবর্তন করিয়া নিয়াছে। কি আফসোস! কোন নির্ভর যোগ্য আলেমের নিকট থেকে কোন প্রকার যাঁচাই না করিয়া কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া সীনাতে হাত বাঁধিয়া আমীন উচ্চস্বরে বলিতে ও রাফে ইয়াদাইন করিতে এবং ইমামের পিছনে সুরাহ ফাতিহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ । 'মোসনাদে ইমাম আ'যম এর মধ্যে পাইবেন ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত পাঁচশত তৈইশটি হাদীস । বাংলা ভাষায় হানাফীদের প্রথম হাদীসের কিতাব হইল মোসনাদে ইমাম আ'যম।

৩। সুন্নী ভাইগণ ! প্রতিটি মসজিদে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কম

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষে একবার দরূদ সালাম পাঠ করা আরম্ভ করিয়া দিন। সব চাইতে ভাল হইবে ফজরের নামাজের পরে সালাম পাঠ করা। আল হামদু লিল্লাহ, ইহার বরকাতে আপনাদের মসজিদ ওহাবী, দেওবান্দী , তাবলিগী জামায়াত ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলি থেকে নিরাপদ হইয়া যাইবে।

৪। প্রতিটি মসজিদে প্রতিদিন সম্ভব না হইলে সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট একটি সময়ে 'ফাইযানে সুন্নাত' নামক কিতাব খানা পড়িয়া শোনাইবার ব্যবস্থা করিবেন। ফাইযানে সুন্নাত বাংলা হইয়া গিয়াছে । তবে দিনটি বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর থেকে ঈশা পর্যন্ত কিংবা ঈশার পরে করিতে পারেন। কারন, জুময়ার রাতে কিতাবী তা'লীমের সাথে সাথে দরূদ সালাম হইয়া যাইবে এবং শেষে তামাম জাহানের মুর্দাদের জন্য সওয়াব রেসানীও হইয়া যাইবে।

৫। কাদিয়ানী সম্প্রদায় থেকে সাবধান থাকিবেন। ইহারা আহমাদীয়া জামায়াত নামে প্রচার চালাইতেছে। ইহারা হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে শেষ নবী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে না। ইহাদের নবী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী । ইংরেজদের পয়সায় এই জামায়াতের জন্ম। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি গ্রামে গ্রামে বেকার তরুণ যুবকদের বেতনে বাঁধন দিয়া প্রচার চালাইতেছে। এক কথায় কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের। ইহাদের মরণের পরে না জানাজা, না কাফন ও দাফন । প্রার্থমিক পর্যায়ে শক্তভাবে সমস্ত গ্রামবাসী ব্যবস্থা না নিলে খুব শীঘ্র নিজেদের ঈমানকে হিফাজত করিতে পারিবেন না। অনুরূপ প্রায় প্রতিটি গ্রামের বেকার তরুন যুবকেরা ও স্কুল কলেজের ছাত্ররা খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে। ইহাদের প্রত্যেকের পিছনে পয়সার মজবুত

বাঁধন রহিয়াছে। ইহাদের থেকেও সাবধান হওয়া জরুরী।

৬। ঈমান হইল রাজনীতির বহু উর্ধে। আপনারা হইতেছেন সুন্নী মুসলমান । আম্বিয়া ও আউলিয়া মানাই হইল আপনাদের ঈমান। সূতরাং আপনারা আল্লাহর অয়াস্তে রাজনীতিকে পিছনে রাখিয়া আপনার গ্রামের দিকে লক্ষ করিয়া দেখুন। কিভাবে কাদিয়ানী ও খৃষ্টান বাড়িয়া যাইতেছে। যাহারা কাদিয়ানী ও খৃষ্টান হইতেছে তাহারাতো অবশ্যই কাফের, কিন্তু আপনাদের শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কেবল নিজেদের রাজনীতির খাতিরে কোন প্রকার প্রতিকার না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনিও কাফের।

৭। হিন্দুদের রাম কৃষ্ণ মিশনে ও খৃষ্টানদের ডনমেরী স্কুলে ছেলে মেয়েদের পড়িতে দেওয়া হারাম। কারণ এই সমস্ত ছেলে মেয়েদের মধ্যে খুবই কম সংখ্যক মুসলমান থাকিবে।

৮। বর্তমান সৌদী সরকার ওহাবী সেখানেকার আলেম ও তালিবুল ইল্‌মরা ওহাবী। কাবা শরীফ ও মসজিদের নবুবীর ইমামগণ ওহাবী, ইহারা প্রত্যেকেই সুন্নী মুসলমানদের মহা শত্রু। সৌদী সরকার কোটি কোটি রিয়াল আমাদের দেশের ওহাবীদের হাত দিয়া হানাফী মাযহাবকে শেষ করিবার প্লান নিয়াছে। এখানকার আহলে হাদীস জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত হইল সৌদীর রিয়াল খোর এজেন্ট। যাইহোক যাহারা হজ করিতে যাইবেন তাহারা অবশ্য আমার লেখা হজ গাইড হাতে নিবেন "মক্কা ও মদীনার মুসাফির"। মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মুনাওয়ারাতে কি হইতেছে এবং কি না হইতেছে সেগুলি আপনার দলীল নয়। কোরয়ান ও হাদীস হইল দলীল। সুতরাং সেখানকার নামাজ দেখিয়া ও সেখানে দরূদ সালাম না হইতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখিয়া দলীল বানাইবেন না। ওহাবী শাসন আগে ছিল না। আজ রহিয়াছে। কাল না থাকিতে পারে। কিন্তু কোরয়ান ও হাদীসসব সময়ে মৌজুদ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১। মুসলিম বুক ডিপো, চাঁদনী মার্কেট, কালিয়াচক, মালদহ।
২। হাফিজ বুক ডিপো, কোলুটোলা, কলকাতা।
৩। জামালিয়া বুক ডিপো, সেখপাড়া, মুর্শিদাবাদ।
৪। ইসলাম বুক সেন্টার, সামসী, মালদহ।
৫। আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলেজ ষ্ট্রট কলকাতা।
৬। মুফতী বুক ডিপো, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

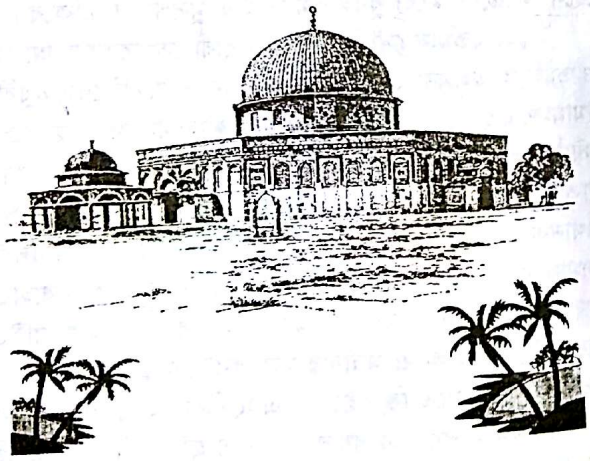

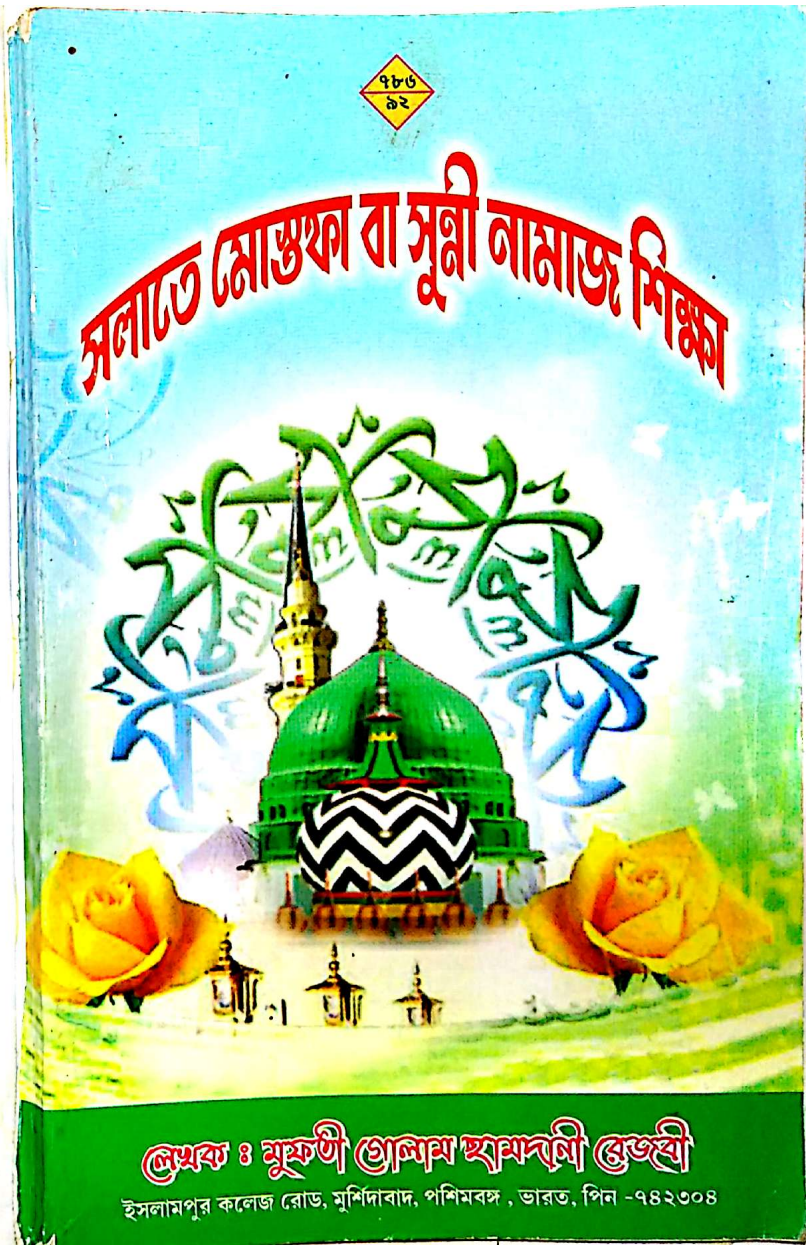

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬
৯২

সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা

লেখক ঃ মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ, পশিমবঙ্গ , ভারত, পিন -৭৪২৩০৪

—ঃ লেখকের কলমে প্রকাশিত ঃ—

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর বঙ্গানুবাদ
(২) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৩) জুময়ার সুন্নী খুতবাহ
(৪) কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(৫) মোহাম্মদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৬) সলাতে মোস্তাফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৮) দুয়ায় মোস্তাফা
(৯) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনি)
(১০) 'ইমাম আহমেদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(১১) সেই মহানায়ক কে?
(১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
(১৩) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১৪) 'জামাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
(১৫) 'জামাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
(১৬) 'ফাতওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৭) মাসায়েলে কুরবানী
(১৮) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৯) 'আল্ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) 'কাশফুল হিজাব' এর বঙ্গনুবাদ
(২১) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২২) 'সুন্নী কলম' পত্রিকা তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়্যাত
(২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে
(২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমেদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মোসনাদে ইমাম আবু হানীফা

প্রাকাশক
কালিমীয়া বুক ডিপো
পাঁচতলা মসজিদ রোড, (সোনালী মার্কেট)
কালিয়াচক, মালদহ।
Mobile : 9733417841
Email - kalimiabookdepot@gmail.com

Rs. 50/-

pdf By Syed Mostafa Sakib